NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

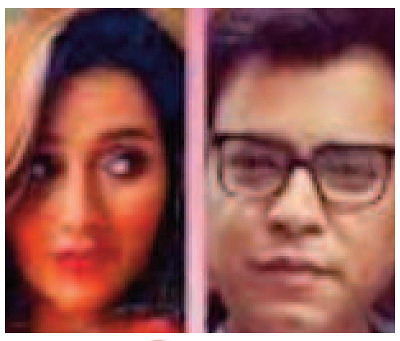

৪ আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে নিবন্ধ 'তারকাদের নির্বাচন'

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্যই দল ছাড়া এবং ফিরে আসা: দেব ৫

কলকাতা ২ এপ্রিল ২০২৪ ১৯ চৈত্র ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২৯০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 2.4.2024, Vol.17, Issue No. 290, 8 Pages, Price 3.00

কলকাতার সময়

আজ	কাল
২২ রমজান	২৩ রমজান
ইফতার	সেহরি শেষ
০৫.৫৭	০৪.০৬

এক নজরে

দিলীপকে কমিশনের ভর্ৎসনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীকে কুরুচিকর আক্রমণ করার জেরে নির্বাচন কমিশনের শাস্তির মুখে পড়লেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁকে সেন্সর করা হয়েছে। মুখ পুড়ল বিজেপিরও। কারণ দিলীপ ঘোষকে ভর্ৎসনা করার পাশাপাশি বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাকেও চিঠি দিয়েছে কমিশন এবং আগামী দিনে দিলীপ ঘোষ যাতে সংযত থাকে তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

স্কুলে বাড়ল গরমের ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গরমের ছুটি বাড়ল। তবে গরমের জন্যই নয়, এ ছুটি ভোটের জন্যও বটে। ভোটের জন্য ১২ দিন গরমের ছুটি বাড়ল। ১৯ এপ্রিল লোকসভার প্রথম দফার ভোট। এ রাজ্যে সাত দফায় লোকসভা ভোট হবে। সেই সূচিকে সামনে রেখেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ তাদের ছুটির তালিকা তৈরি করেছে। ১৬ এপ্রিল মঙ্গলবার থেকে ২০ এপ্রিল শনিবার পর্যন্ত কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির সমস্ত স্কুল বন্ধ থাকবে। প্রসঙ্গত, এই তিন জেলায় ভোট ১৯ এপ্রিল। ২৪ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল চারদিন দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের স্কুল ছুটি থাকবে। এই জেলাগুলিতে দ্বিতীয় দফায় ভোট। ভোট হবে ২৬ এপ্রিল। ৬ মে থেকে শুরু হচ্ছে গরমের ছুটি। ২ জুন পর্যন্ত ছুটি থাকবে। সরকারি ছুটি ও রবিবার ছাড়া ২২ দিন ছুটি।

ভেড়িতে 'সাদা' হত টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদিবাসীদের জমি দখল করতেন শাহজাহান শেখ। তার পর টাকার বিনিময়ে সেই জমি অন্যদের ব্যবহার করতে দিতেন! আদালতে এই দাবিই করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেই কালো টাকা কী ভাবে সাদা করা হত, তা-ও আদালতে জানিয়েছে ইডি। আরও দাবি করেছে, সন্দেশখালিতে সিন্ডিকেট চালাতেন শাহজাহান। কিছু মানুষ নিজেদের ভেড়ির মালিক দেখিয়েও উপার্জন করেছেন। জমি দখলের কালো টাকা চিংড়ির ব্যবসার মাধ্যমে সাদা করা হত। চিংড়ি বেচা-কেনা করে দুর্নীতির টাকা নয়ছয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

জলপাইগুড়ির পর আলিপুরদুয়ারে পরিদর্শন

রাত জেগে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী, গেলেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: টর্নেডোর তাণ্ডবে মানুষ বিপদে পড়েছে খবর পেয়ে রবিবার রাতেই উত্তরবঙ্গ পৌঁছে গিয়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। খবর পেয়েই জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দেন মমতা। চলতে থাকে মনিটরিং। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম কমবেশি তিন শতাধিক। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৬৪ জন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের অস্ত্রোপচারের জন্য জলপাইগুড়ি হাসপাতালে বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। সমস্ত চিকিৎসকের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ির পাশাপাশি রবিবারের ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ হয়েছে আলিপুরদুয়ারেরও একাংশ। রবিবার রাত জেগে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িতে যাওয়ার পাশাপাশি হাসপাতালেও যান মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এলাকা পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি এক রকম ঝুঁকি নিয়েই আলিপুরদুয়ারে এসেছেন। তিনি বলেন, 'হেলিকপ্টার দিনে তিন ঘণ্টার বেশি উড়তে পারে না। কিন্তু আমি কলকাতা থেকে যে কপ্টারে এসেছি, সেই কপ্টারেই আবার আলিপুরদুয়ারে আসতে হল। এক রকম ঝুঁকি নিয়ে আসতে হল আমাকে।'

রবিবার কয়েক মিনিটের ঝড়ে আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের চকোয়াখেতি, তপসিখাতা এলাকাতেও ক্ষয়ক্ষতি হয় বহু বাড়িতে। আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের পাশাপাশি কুমারগ্রাম ব্লক, আলিপুরদুয়ার এক ব্লক-সহ একাধিক জায়গায় শিলাবৃষ্টির জেরে টোম্যাটোর পাশাপাশি একাধিক ক্ষেতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঝড়ে বড়-বড় গাছ ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে একাধিক এলাকা। অনেকেই আশ্রয়হীন। তাঁদের ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। সোমবার দুপুরে আলিপুরদুয়ারের ছ'মাইলের একটি প্রাথমিক স্কুলের ত্রাণশিবিরে যান মুখ্যমন্ত্রী। কথা বলেন দুর্গতদের সঙ্গে। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, 'তপসিঘাটা গ্রামে রিলিফ ক্যাম্পে যাঁরা আছেন, সেই পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের বক্তব্য শুনেছি। চোখের সামনে যে ঘরগুলি দেখলাম, সেগুলি পুরোটাই টিনে চাপা গড়ে গিয়েছে, গাছে চাপা পড়ে গিয়েছে। একটা জিনিসও লোকে ঘর থেকে বার করতে পারেনি। এই তপসিঘাটা স্কুলে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, 'এখন এমসিসি (নির্বাচনী আচরণবিধি) চালু আছে, কিন্তু বিপর্যয় জরুরি বিষয়। বিপর্যয় ব্যতিক্রমী বিষয়। আমাদের সরকার আছে, প্রশাসন আছে। আমি প্রশাসনকে বলব, সমীক্ষা করে দেখুক এবং নিজের মতো করুক। কার কতটা ঘর ভেঙেছে, কতটা আংশিক ভেঙেছে, কতটা পুরো ভেঙেছে। যাদের বাড়িতে কিচ্ছু নেই, প্রশাসন তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। মানুষ বিপদে পড়লে তাঁকে উদ্ধার করাই আমাদের কাজ।'

ঝড়ে কোচবিহারের একাংশও তছনছ হয়েছে। কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের মরিচবাড়ি খোল্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুডুমারি, দলদলি, মরিচবাড়ি, খোচাবাড়ি এলাকায় ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মাথাভাঙাতেও কয়েক মিনিটের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকটি এলাকা। চিকিৎসাধীন অনেকে। মাথাভাঙা ১ ব্লকের কুর্শামারি পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় কাওয়ারডারা এলাকায় ব্যাপক ঝড়ের তাণ্ডব চলে। উড়ে যায় বহু বাড়ির ঘরের চাল। ঘরের উপর গাছ ভেঙে পড়েছে। উপড়ে পড়ে বিদ্যুতের খুঁটি। আলিপুরদুয়ার থেকে মমতা জানান, মঙ্গলবার তিনি মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে কোচবিহারে পাঠাবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কুমারগ্রামের ত্রাণশিবিরে যাবে অরূপ। কোচবিহারেও ক্ষতি হয়ে থাকলে প্রশাসন পদক্ষেপ করবে। সেই মতোই নির্দেশ দেওয়া আছে।'

মমতাকে ফোন শাহর, উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঝড়ের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘটেছে প্রাণহানি, ঘরবাড়ি হারিয়েছেন বহু মানুষ। রবিবারের এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর রাতেই জলপাইগুড়ি গিয়ে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাতেই তিনি মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান। সোমবার সকাল থেকেও তিনি দুর্যোগ মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনকে ক্রমাগত সাহায্য করে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে দুর্যোগের খবরাখবর নিতে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নিজের এক্স হ্যান্ডলে এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি দুর্গতদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি, আহতদের দ্রুত আরোগ্য ও নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন অমিত শাহ। রবিবারের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসমের বেশ খানিকটা অংশও। এদিনে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গেও ফোনে কথা বলেছেন অমিত শাহ। সোশাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছেন তাও। পাশাপাশি, দুই রাজ্যেই দুর্যোগ মোকাবিলায় বিজেপির কার্যকর্তাদের ময়দানে নামার অনুরোধও করেছেন অমিত শাহ। বিপর্যয়ের খবর পেয়ে রবিবারই তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জলপাইগুড়ি ও অসমে মোট ৭ জনের মৃত্যুর খবরে এক্স হ্যান্ডেলে শোকপ্রকাশ করেন তিনি। বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিপর্যয় বিধ্বস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আর্জিও জানিয়ে লেখেন, 'জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি এলাকায় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বহু পরিবার। অনেকেই তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। রাজ্যের আধিকারিকদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ সহায়তা নিশ্চিত করতে বলেছি। আমি বাংলার সকল বিজেপি কর্মীদের অনুরোধ করব এই বিপর্যয়ের সময় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করুন। পাশে থাকুন।' আর সোমবার অমিত শাহ দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বাধা সত্ত্বেও দুর্যোগে আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাকৃতিক দুর্যোগে আহতদের দেখতে হাসপাতালে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। যদিও সেসবকে পাত্তা না দিয়েও ভিতরে চলে যান শুভেন্দু। এদিন হাসপাতালে গিয়ে দুর্যোগে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সকলের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। আশ্বাস দেন পাশে থাকার। এর পর সেখান থেকে তিনি সোজা চলে যান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বার্নিশে। কথা বলেন সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে। ত্রাণ শিবিরেও যান শুভেন্দু।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে থাকা জখমদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। বেরোনোর সময় বিরোধী দলনেতা বলেন, 'চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নার্সরা খুবই ভাল কাজ করছেন। সারা রাত জেগে তাঁরা কাজ করছেন।' পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে সাহায্যের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন শুভেন্দু। জানান, তিনি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলিতেও যাবেন। সেখানে গিয়ে অভিযোগের কথা জানাবেন। শুভেন্দু বলেন, 'অভিযোগের কথা হাসপাতালে দাঁড়িয়ে বলব না। হাসপাতাল সাইলেন্স জোন। যা বলার গ্রামে গিয়ে বলব।'

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করবে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ির ভোটদাতারা যাতে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত না হন নির্বাচন কমিশন তা নিশ্চিত করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যে সব ভোটদাতাদের সচিত্র পরিচয়পত্র-সহ অন্যান্য নথি হারিয়ে গিয়েছে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাঁরা ভোটার স্লিপ দেখিয়েই ভোট দিতে পারবেন। ভোটার তালিকায় নাম থাকলেই তাঁরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন বলে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় আগামী ১৯ এপ্রিল কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভোট নেওয়া হবে। এদিকে, রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের দুই আধিকারিককে সোমবার সরিয়ে দেওয়া হল। রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অমিত রায় চৌধুরী এবং যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাহুল নাথকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বলে নির্বাচন কমিশন এদিন এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে।

দুর্যোগে আহতদের দেখতে হাসপাতালে গিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাকৃতিক দুর্যোগে আহতদের দেখতে শিলিগুড়ি হাসপাতালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রোগীদের কাছে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন অভিষেক। আশ্বাস দেন পাশে থাকার। এদিনও নার্সিংহোম চত্বর থেকে বিরোধী দলনেতাকে নাম না করে আক্রমণ করেন অভিষেক। বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে দুর্যোগকে নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তোলেন তিনি। ব্যাপক ক্ষতির জন্য দায়ী করলেন কেন্দ্রকে। রবিবার কয়েক মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের একাধিক এলাকা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। আহত বহু। জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির হাসপাতালে ভর্তি তাঁরা। পূর্বসূচি অনুযায়ী এদিন আহতদের দেখতে শিলিগুড়ির হাসপাতালে গেলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আহতদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। আশ্বাস দেন পাশে থাকার। যাঁদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদের আপাতত ত্রাণ শিবিরেই থাকার পরামর্শ দেন। এসবের মাঝেই এদিন নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন অভিষেক। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। এর পরই বিরোধীদের নিশানা করে বলেন, 'এটা রাজনীতি করার মতো ঘটনা নয়। সেই জন্যই মুখ্যমন্ত্রী রাতে এসেছেন। রাজনীতি করতে চাইলে সকালে আসতেন। তা সত্ত্বেও কেউ কেউ রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন।' অভিষেকের কথায়, 'উত্তরবঙ্গে তৃণমূল পিছিয়ে ছিল গত নির্বাচনে। তা সত্ত্বেও কোনও কিছু না ভেবে ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে এসেছেন তৃণমূল নেত্রী। কেউ কেউ দূরে বসে টুইট করেই দায় সারলেন।' বলাই বাহুল্য যে, মোদি ও শাহকে আক্রমণ করেছেন অভিষেক। নাম করে বিঁধেছেন বালুরঘাটের বিদায়ী সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে। মাত্র ৩০০ কিলোমিটার দূরে থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি ছুটে গেলেন না ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। পাশাপাশি এত ক্ষতির জন্য কেন্দ্রকেই নিশানা করলেন অভিষেক। বলেন, সকলে আবাস যোজনার ঘর পেলে এত ক্ষতি হত না।

জ্ঞানবাপীতে চলবে পুজো, আরতি, মসজিদ কর্তৃপক্ষের আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: এলাহাবাদ হাইকোর্টের পরে সুপ্রিম কোর্টেও ধাক্কা খেল জ্ঞানবাপী মসজিদ কর্তৃপক্ষ। 'তহখানা'য় হিন্দুদের পুজো, আরতি বন্ধ করতে অস্বীকার করল শীর্ষ আদালত। তবে মসজিদ চত্বরে হিন্দুপক্ষের ধর্মীয় আচার পালনের বিষয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ হিন্দুপক্ষের পুজো-আরতির পাশাপাশি, মুসলিমরাও জ্ঞানবাপীতে নমাজের আয়োজন করতে পারবেন। স্বভাবতই এই নির্দেশে খুশি হিন্দুপক্ষ।

'অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া (জ্ঞানবাপী) মসজিদ কমিটি'-র তরফে বারাণসী জেলা আদালত এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের পূজা-আরতিতে ছাড়পত্র দেওয়ার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে যে আবেদন জানানো হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ তা মেনে স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেছে সোমবার। তবে সোমবারের নির্দেশের বিষয়ে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির কর্তৃপক্ষের মত জানতে নোটিস পাঠিয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

এর আগে গত ৩১ জানুয়ারি বারাণসী জেলা আদালত জ্ঞানবাপীর দক্ষিণ অংশের 'ব্যাসজি কা তহখানা'য় আরতি ও পূজাপাঠের অনুমতি দিয়েছিল। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ হাইকোর্ট মুসলিম পক্ষের আবেদন খারিজ করে বারাণসী জেলা বিচারক অজয়কুমার বিশ্বেসের নির্দেশ বহাল রেখেছিল।

উল্লেখ্য, জ্ঞানবাপীতে মোট ৪টি তহখানা রয়েছে। যেখানে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রার্থনা চলত। সেখানেই নতুন করে পুজো শুরু হয়েছে। এদিন বিচারপতিদের বেঞ্চ জানায়, চলতি বছরের ১৭ এবং ৩১ জানুয়ারি আদালতের নির্দেশের পরে মুসলিম সম্প্রদায় নির্বিঘ্নে নমাজ পড়ছেন। অন্যদিকে, হিন্দুদের পুজোর ব্যবস্থা তহখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আপাতত এই স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে। উভয় সম্প্রদায় উপরোক্ত শর্ত মেনে উপাসনা করতে পারবে। যদিও আদালত জানিয়েছে, তহখানায় পুজোর অনুমতির বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আগামী জুলাই মাসে।

বহরমপুরের মাটিতে নয়া ইতিহাস লিখতে চাইছে বিজেপি-তৃণমূল

শুভাশিস বিশ্বাস

বহরমপুর অধীর গড় হিসাবে বহুকাল ধরেই পরিচিত। তবে এবার এই বহরমপুরের দখল নিতে চাইছে তৃণমূল আর বিজেপি দুই রাজনৈতিক শিবিরই। যে কারণে মুর্শিদাবাদে চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত মুখ নির্মলকুমার সাহাকে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। অন্যদিকে, তৃণমূলের তরফ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ইউসুফ পাঠানকে।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল এবং বিজেপির তরফ থেকে প্রার্থী ঘোষণা হতেই বহরমপুর চলে আসে বঙ্গের ভোট রাজনীতির চর্চায়। কারণ, বিজেপি প্রার্থী নির্মল কুমার সাহার সঙ্গে সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলেরই অতীতে ঘনিষ্ঠতা আগে দেখা যায়নি। যদিও তাঁর পরিবার বরাবরই সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠ। এদিকে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু ভোটার আছেন যে বহরমপুরে, সেখানে এই 'ডাক্তারবাবু'-কে দিয়েই বাজিমাত করতে চাইছে পদ্মশিবির। এর বড় কারণ হল, শল্যচিকিৎসক হিসেবে জেলাজুড়ে খ্যাতি তাঁর। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার রোগীদের বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করেন এমনটাই শোনা যায় লোকমুখে। তাই, হিন্দু-মুসলিম, সকলের কাছেই তিনি 'ডাক্তারবাবু'। এবার রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মেরুকরণের উর্ধ্বে ব্যক্তি নির্মলের 'নির্মল' ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করেই ভোট বৈতরণী পেরোতে চাইছে বিজেপি।

অন্যদিকে, আরও বড় চমক অপেক্ষা করেছিল ১০ ফেব্রুয়ারি তৃণমূলের ব্রিগেড সমাবেশে। এদিনের এই 'জনগর্জন' সভা থেকে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার সময় জানানো হয় বহরমপুর থেকে লড়বেন ইউসুফ পাঠান। বহরমপুরের 'অধীর গড়ে' বহিরাগত প্রার্থী আসবেন, সে কথা তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব ভাবেননি। তার উপরে ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান প্রার্থী হওয়ায় আরও চমকে যান তাঁরা। অনেকেরই মত, ইউসুফ পাঠানের কাছে বহরমপুর পুরোপুরি নতুন জায়গা। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র অধীর হাতের তালুর মতো চেনেন। শুধু তাই নয়, বিজেপি প্রার্থীরও এই এলাকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। সেখানে ইউসুফ শুধু বহিরাগত নন, রাজনীতিতেই একেবারে নবীন। স্থানীয় নেতাদের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া তাঁর পক্ষে অধীর রঞ্জনের মতো হেভিওয়েটের সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধ করা অসম্ভব। সমান কঠিন বহরমপুরের ভূমিপুত্র নির্মলকুমার সাহার সঙ্গে লড়াই করাও। তবে এখানে ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী হিসেবে বাছার পিছনে দু'টি মত সামনে আসছে। একটি হল, ইউসুফ দাঁড়ানোয় গোষ্ঠীকোন্দল তেমন কাঁটা হবে না। সংখ্যালঘু ভোটও ইউসুফ পেতে পারেন বেশি। তবে অন্য একটি মতে রাজনীতিতে এত অনভিজ্ঞ প্রার্থীকে বহরমপুরের মতো আসনে দাঁড় করিয়ে তৃণমূল বেশ বড় রকমের ঝুঁকিই নিয়েছে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র সাতটি বিধানসভা নিয়ে গঠিত। যার মধ্যে রয়েছে বড়ঞা, কান্দি, ভরতপুর, রানিনগর, বেলডাঙা, নওদা এবং বহরমপুর। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র বর্তমানে জাত ভিত্তিক জনসংখ্যার হিসেবে খ্রিস্টান রয়েছে ০.২৫শতাংশ, জৈন ০.০৮ শতাংশ, শিখ ০.০১ শতাংশ, মুসলিম ৬৬.২৭ শতাংশ, তপসিলি জাতি ১২.৬ শতাংশ এবং তপসিলি উপজাতি রয়েছে ১.৩ শতাংশ। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে সাক্ষরতার হার ৫৭.০৯ শতাংশ।

বহরমপুরে অধীরের ল্যান্ড স্লাইড সাফল্যের ছবি ধরা পড়ছে ১৯৯৯ থেকেই। ১৯৯৯-এর আগে এই বহরমপুরে উড়েছে আরএসপির পতাকা। তবে ২০০৯ সালে এই বহরমপুরে আঁচড় কাটতে সক্ষম হয় তৃণমূল। অধীর চৌধুরীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আরএসপি প্রমথেশ মুখোপাধ্যায় হলেও সেবার তৃণমূলের তরফ থেকে প্রার্থী করা হয়েছিল গায়ক ইন্দ্রনীল সেনকে। তাঁর ঝুলিতে ছিল ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৪৩টি ভোট। ইন্দ্রনীলের হাত ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে ভাল টেক্কা দিয়ে তৃণমূল দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে। তবে এর মাঝেও নিজের গড় সেবারও অক্ষুণ্ণ রাখেন অধীর। সেবার তৃণমূল পেয়েছিল প্রায় ১৬ শতাংশ ভোট। ইন্দ্রনীল সেনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, ২লক্ষ ২৬ হাজার ৯৮২ জন বহরমপুরবাসী। তবে অধীর-ম্যাজিক টেনেছিল ৪০ শতাংশ জনতার সমর্থন। পেয়েছিলেন ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৪৯টি ভোট। আর বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ২ শতাংশ ভোট। এরপর গড়িয়ে গিয়েছে পাঁচটা বছর। এই পাঁচটা বছরে ভাল করে বহরমপুরের মাটি বুঝেছিল তৃণমূল।

এদিকে বামেদের অস্তিত্ব বঙ্গ রাজনীতি থেকে প্রায় মুছে যেতে থাকে। যার অন্যথা হয়নি অধীর গড়েও। ফলে ২০১৯এ-র লোকসভা নির্বাচনে লড়াই হয় কংগ্রেস-তৃণমূলের মধ্যে। ২০১৯-এ অপূর্ব সরকারকে অধীরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল তৃণমূল। তিনি পেয়েছিলেন ৫ লক্ষ ১০ হাজার ৪১০ ভোট। আর অধীর পান ৫লক্ষ ৯১ হাজার ১০৬টি ভোট। অর্থাৎ, জোড়া ফুল শিবির কংগ্রেসকে জোর টক্কর দেয়। শতাংশের বিচারে অধীরের পক্ষে পড়ে ৪৫.৪৭ শতাংশ ভোট। আর তৃণমূলের অপূর্ব সরকার পান প্রদত্ত ভোটের ৩৯. ২৬ শতাংশ। কংগ্রেসের থেকে ব্যবধান কমে দাঁড়ায় মাত্র ৬ শতাংশে।

এরপর ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুরে ঝড় তোলে তৃণমূল। সঙ্গে বিজেপিও ভোট প্রাপ্তির নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি। তৃতীয় স্থানে নেমে যায় কংগ্রেস। আর এই ফলের উপর ভর করেই ২০২৪-এ এক বহরমপুরের মাটিতে এক নয়া ইতিহাস লিখতে চাইছে জোড়াফুল শিবির। অন্যদিকে, বহরমপুর বিধানসভা-সহ সংখ্যালঘু কম এমন বিধানসভা এলাকাগুলিতে নিজেদের ভোট ধরে রেখে চিকিৎসক নির্মলের ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে ভোট কাটাকাটির অঙ্কে বাজিমাত করতে চাইছে বিজেপি। তবে বিরোধী শিবিরের বড় একটা অংশের ধারনা, বিধানসভা আর লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিত এক নয়। এখানে বিরোধীদের ওয়ান টু-ওয়ান লড়াই করতে হবে অধীরের ভাবমূর্তির সঙ্গে। এ লড়াই মোটেই সহজ নয়। আর সেখানেই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, বহরমপুরের 'রবিন হুড' অধীরকে লোকসভা নির্বাচনে হারানো আদৌ সম্ভব কি না!

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sukanta Kumar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Uday Chand Kumar ও U. Kumar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০৩৮ নং এফিডেভিট বলে Khondakar Minhajuddin S/o. Khondakar Johabuddin ও Minhazuddin Khandokar S/o. J. U. Khandokar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Mosier Rahaman ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Anisur Rahaman ও Md. Anisur Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, RITIKA SINGH, have changed my surname to GUPTA by an affidavit before special judicial Magistrate, on 30/03/2024.

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৪৪২ নং এফিডেভিট বলে Tapan Majumder S/o. Karilal Majumder ও Tapan Mazumder S/o. K. Mazumder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৪৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sailendra Nath Bandyopadhyay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Basanta Kumar Banerjee ও B. K. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোবাইল
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

বিজ্ঞপ্তি

আমি উসিদপুর নিবাসী রফিক শেখ, পিতা- রিজাবুল সেখ থানা- কোতয়ালী এলাকাধীন ৫৮ নং উসিদপুর মৌজার এল.আর. ২৪৪৮ নং দাগের এল.আর ৩৪৫৫ নং খতিয়ানভুক্ত ৪১ শতক আউশ জমি বিক্রয় করিতেছি এবং দলিল গ্রহীতা নামপত্তন করিবে। যাহা সাং গঙ্গানন্দপুর, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ এলাকাবাসী শ্রীমতী সৌমিতা ঘোষ দেবনাথ, স্বামী- সৌমদীপ দেবনাথ -এর নিকট হইতে I-11719/2023 নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে প্রাপ্ত হয়েছি। ইহাতে কারও কোনো অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর বা এ.ডি.এস.আর অফিসে এবং বি.এল. এন্ড এল.আর ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২রা এপ্রিল। ১৯শে চৈত্র মঙ্গল বার। অষ্টমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টত্তরি বৃহস্পতির বিংশত্তরি শুক্র র। মৃতে একপাদদোষ নাস্তি।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিল্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ বাঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে ।যারা কর্মের শুভ উদ্যোগ জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি , বাজজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(শ্রীশ্রী শীতলা অষ্টমী। পুন্যতর গঙ্গা স্নান)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দুর্নীতি বন্ধ করতে ই-টিকিট চালু করল হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার থেকে ই-টিকিট ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতিতে। এখন থেকে হাওড়া থেকে বাবুঘাট, বাগবাজার, নাজিরগঞ্জ সহ বিভিন্ন রুটে ই-টিকিট ব্যবস্থা উপভোগ করতে পারবেন নিত্য যাত্রীরা।

সংস্থাটিকে ফের লাভে ফিরিয়ে আনতে প্রশাসকের জায়গাতে তৈরি হয়েছে ১২ সদস্যের বোর্ড। বর্তমানে সেই বোর্ডের সদস্যরাই পরিচালনা করছেন এই সংস্থাটিকে। একাধারে দুর্নীতি, অপরদিকে সদ্য চালু হওয়া হাওড়া ময়দান মেট্রো পরিষেবার জেরে সংস্থার টিকিট বিক্রি অনেক কমেছে। সূত্রের খবর হাওড়া-আর্মেনিয়াম টিকিট বিক্রি কমেছে প্রায় ৪০ শতাংশ। এ হেন পরিস্থিতিতে সংস্থাকে টিকিয়ে রেখে ফের লাভের মুখ দেখার উদ্দেশ্যে বর্তমান বোর্ড কর্তৃপক্ষ একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে টিকিট পরীক্ষার উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভুয়ো টিকিট যাতে আগের মতো কোনওভাবে বিক্রি না হয় তার জন্যই চালু করা হয়েছে ই-টিকিট ব্যবস্থা। ঐতিহ্যবাহী এই পরিষেবার হাল ফের শক্ত হাতে ধরে ফেরি পরিষেবা বাঁচিয়ে রাখা এবং তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য ১২ সদস্যের এই বোর্ড গঠন করে দেওয়া হয়েছে সমবায় দপ্তরের পক্ষ থেকে।

যার বর্তমান চেয়ারম্যান করা হয়েছে বাপি (রায় চরণ) মান্না। তিনি বলেন বিভিন্ন বিকল্প উপায় বের করে এই পরিষেবাকে টিকিয়ে রাখতে এই বোর্ড বদ্ধপরিকর। লঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। বিজ্ঞাপন মারফৎ আয় বাড়ানোর পাশাপাশি যাত্রী ছাড়াও পণ্য পরিবহণের মধ্য দিয়ে আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।

এই সংস্থার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য অজয় কর দাবি করে বলেন, ' পরিবহন দফতরের মন্ত্রীর সঙ্গেও তারা এই সংস্থাকে পুনরায় লাভের মুখ দেখাতে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে আগামীদিনে এই সংস্থা ফের লাভজনক সংস্থাতে পরিণত হবে। তার জন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার আমরা নেবো। আমরা চাইছি বেশি সংখ্যাতে ফেরি চালাতে। যাতে টিকিট বিক্রির যে মুখ্য আয় ছিল সংস্থার, সেটাকে ছুঁতে পারা।'

উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে লোকসানে চলছিল হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতি। সংস্থার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে থাকে, যার জেরে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিও তৈরি হয়। রাজ্য সরকারের তরফে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। বর্তমানে ১২ সদস্যের নতুন প্রশাসকমণ্ডলী যাতে সংস্থাকে পুনরায় নতুন জীবন দিতে পারে তার দিকেই তাকিয়ে আছে সংস্থার কর্মীরাও।

বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তুলিকা স্কুল অফ আর্ট ও ড্যান্স শুরু হয় ১৯৭১ সালে সমীর চট্টোপাধ্যায় এর হাত দিয়ে। বর্তমানে এই স্কুলে অঙ্কন, নৃত্য, কবিতা ইত্যাদি শেখানো হয়। কামারহাটির নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল স্কুলের ৪১ তম বার্ষিক অনুষ্ঠান। সারা বছরের অঙ্কন, নৃত্য, আবৃত্তি, শিক্ষার মাঝে একটু বিনোদনের জন্য এই বার্ষিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্ব ভারতীয় ফাইন আর্টস এর সচিব ইন্দ্রজিৎ বসু, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার তালিকায় জুড়ে গিয়েছে উজ্জ্বলা যোজনাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য প্রশাসনের। ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলিটা চালানোর। কিন্তু তাতে রাজী হননি জেলা শাসকেরা। তাঁরা বেঁকে বসতেই সব কিছু চলে যায় ঠান্ডা ঘরে। একই সঙ্গে বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার তালিকাতে উজ্জ্বলা যোজনায় বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ না পাওয়ার ঘটনাও জুড়ে গিয়েছে। যখন প্রথম দিকে কেন্দ্র সরকার উজ্জ্বলা যোজনা চালু করে তখন ঠিক করা হয়েছিল, বিপিএল তালিকাভুক্তদেরই এই সংযোগ দেওয়া হবে। পরে সেই শর্ত থেকে সরে আসে কেন্দ্র। পরিবর্তে দেওয়া হয় নয়া শর্ত। মোদি সরকারের সেই নয়া শর্তে বলা হয়, প্রকল্পের অংশীদার হতে হবে রাজ্য সরকারকেও। সেই সঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি জেলার জন্য জেলা শাসকের নেতৃত্বে গঠিত করতে হবে একটি কমিটি। এই কমিটিই দেখবে কারা উজ্জ্বলা যোজনায় বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ পাওয়ার যোগ্য আর কারা নন। আর এই কমিটি নিয়েই যাবতীয় বিরোধ। নিট রেজাল্ট বাংলার প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষ উজ্জ্বলা যোজনায় বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ থেকে বঞ্চিত।

কেন্দ্রের শর্ত ছিল জেলাস্তরে যে কমিটি গড়ে তোলা হবে সেখানে জেলা শাসককে মাথায় রাখলেও সেখানে ঠাঁই দিতে হবে গ্যাস বা তেল সংস্থার কর্তাদের পাশাপাশি সমাজের 'মান্যগণ্য'-দের। এই মান্যগণ্য কারা? যারা আদতে বিজেপি ঘনিষ্ঠ। আর সেখানেই আপত্তি জানান জেলা শাসকেরা। তাঁদের দাবি, যে ভাবে কমিটি করা হচ্ছে তাতে পরবর্তীকালে এই প্রকল্প ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে বাধ্য। আর তখন ফাঁসবেন তাঁরাই। তাঁদের কার্যত কমিটিতে রাখাই হয়েছে 'সই' করানোর জন্য। বাকি সব কিছুই ঠিক করার ক্ষমতা দেওয়ায় হয়েছে ওই বিজেপি ঘনিষ্ঠদের। ফলে প্রকৃত বিপিএল তালিকাভুক্ত মানুষেরা ওই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবেন। লাভবান হবেন বিজেপির কর্মী ও সমর্থকেরা।

অ্যালেন কলকাতার মেগা ওরিয়েন্টেশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য সারাদেশে বিখ্যাত অ্যালেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউট প্রাইভেট লিমিটেডের মেগা ওরিয়েন্টেশন সেশন হল গত রবিবার। দুই প্রধান অ্যাকাডেমিক অফিসার সি আর চৌধুরী। এই অধিবেশনে প্রায় ৫০০০ শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে, অ্যালেনের সিএও সি আর চৌধুরী বলেন যে অ্যালেন তার ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গড়তে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করছে। অ্যালেনের জন্য, শিক্ষার্থী হল তার প্রতিটি কাজের কেন্দ্রে, যা কিছু পরিবর্তন করা হয় তা ছাত্রের উন্নতির জন্য করা হয়। অ্যালেন গ্যারান্টি দেয় যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার যোগ্যতা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালো শিক্ষক পাবে। যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন, তাদের ক্লাস কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে, ক্লাস শুরু হওয়ার পর কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তা জানা জরুরি। এ লক্ষ্যেই ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হচ্ছে।

সোমবার রাত্রে সিউড়িতে বীরভূম বিজেপির জেলা কার্যালয় কনফারেন্স হলে উত্তরীয় পরিয়ে দলীয় প্রার্থী দেবাশীষ ধর কে বরণ করছেন বীরভূম জেলা বিজেপির সভাপতি ধ্রুব সাহা

২০২৩-২৪ সালে সর্বাধিক মাল বহন করার দৃষ্টান্ত দক্ষিণ-পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হল ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ২১ কোটি ৫৯ লক্ষ টন পণ্য পরিবহণ করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের এটিই সর্বাধিক পণ্যবাহী লোডিং পরিষেবা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়, এসইআর ৪.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে পণ্য পরিবহণে।

২০২৩-২৪ সালের মধ্যে পণ্য পরিবহণ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ। ২০২৩-২৪ সালে দক্ষিণ পূর্বে রেলের পণ্য পরিবহণ থেকে আয় ১০,০৫৩ কোটি টাকা। যা ২০২২-২৩ সালে ছিল ১৮, ২২৫. ৪৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই অর্থবর্ষে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.৫৪ শতাংশ।

এর পাশাপাশি দক্ষিণ -পূর্ব রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৫৩.৩৩ মিলিয়ন টন কয়লা লোড করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩.২৮ শতাংশ বেশি। এছাড়াও লৌহ আকরিক (৫.৭৩ু), সিমেন্ট (১.১৬ শতাংশ), সার (২৭.৫ু), কন্টেইনার (১০.৭৪ শতাংশ), ইস্পাত (৩.১৬ু) এবং পল (১০.৭ শতাংশ) লোড করার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে কলকাতা নন ফেয়ার রেভিনিউ বৃদ্ধি ১৯.৯ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে বিপুল পরিমাণ নন-ফেয়ার রেভিনিউয়ের ক্ষেত্রে মেট্রো রেলওয়ে আবারও এক অসামান্য কর্মদক্ষতা দেখাল। ২০২৩-এর ১ এপ্রিল থেকে ২০২৪-র ৩১ মার্চ পর্যন্ত নন ফেয়ার রেভিনিউয়ের ক্ষেত্রে কলকাতা মেট্রোর আয় দাঁড়িয়েছে ৪৩.৫৬ কোটি টাকা. যা ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে ছিল ৩৬.৩৩কোটি টাকা। এরই পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে মেট্রো নন-ফেয়ার রেভিনিউ হিসেবে ৩.৪৪ কোটি টাকা।

কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, নন-ফেয়ার রেভিনিউ বৃদ্ধির জন্য উন্নতির জন্য নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় মেট্রোর তরফ থেকে। এই ধরনের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন কর্পোরেট হাউসগুলিকে কলকাতা মেট্রো প্রাঙ্গনে ব্র্যান্ডিং করতে এবং মেট্রো রেলওয়ের স্টল, কিয়স্ক, ডিজিটাল উদ্যোগে ডিসপ্লে নেওয়ার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। কলকাতা মেট্রো আশা করছে কর্পোরেট হাউসগুলির সঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই ধরনের সমন্বিত প্রচেষ্টা এক অসাধারণ ফল দেবে।

নন-ফেয়ার রেভিনিউ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মেট্রোর এমন ফল দেখানোয় মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি সন্তোষ প্রকাশ করেন। সঙ্গে এ আশাও আশা প্রকাশ করেছেন যে এই অর্থবছরেও মেট্রো রেলওয়ে বোর্ডের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

অনুবাদ পত্রিকার 'জীবনকৃতি সারস্বত সম্মান' ও 'সোনালী ঘোষাল সারস্বত সম্মান'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য ধারার নাম অনুবাদ সাহিত্য। এই ভিন্নধারার সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এবার এ রাজ্যের অনুবাদকদের সম্মানিত করল ১৯৭৫ সাল থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র পত্রিকা 'অনুবাদ পত্রিকা'। এই পত্রিকার পথ চলা শুরু হয়েছিল বৈশম্পায়ন ঘোষাল ও তাঁর স্ত্রী সোনালী ঘোষালের হাত ধরে। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন তাঁরা। এখন কন্যা বিতস্তা ঘোষাল এই পত্রিকার সম্পাদনা করে চলেছেন। পত্রিকার ৫০ বছর উপলক্ষে

বিধাননগরের 'ঐকতান' অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল ভাষা সংসদ ও অনুবাদ পত্রিকা আয়োজিত 'জীবনকৃতি সারস্বত সম্মান' ও 'সোনালী ঘোষাল স্মৃতি সারস্বত সম্মান' প্রদান অনুষ্ঠান। 'জীবনকৃতি সারস্বত সম্মান' প্রদান করা হয় বিশিষ্ট অনুবাদক নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব বিশ্বাস ও অনুরাধা মহাপাত্রকে। 'সোনালী ঘোষাল স্মৃতি সারস্বত সম্মান' পান শ্যামল ভট্টাচার্য, নন্দিতা ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, মায়া সিদ্ধান্ত(পত্রিকা সম্পাদনা) ও সাহিত্যিক সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্যকে।

আদিবাসীদের জমি দখল করেছে শাহজাহান, চিংড়ির লেনদেনে কালো টাকা সাদা হয়েছে

আদালতে দাবি ইডির আইনজীবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনায় তৃণমূলের একসময়ের দাপুটে নেতা শেখ শাহজাহান ব্যাকফুটে যেতেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন সন্দেশখালির বাসিন্দারা। শাহজাহান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে জমি দখল, অত্যাচার-সহ ভূরি ভূরি অভিযোগ জানিয়েছিলেন গ্রামবাসীর একটা বড় অংশ।

এবার ইডি বিশেষ আদালতে সেই দাবি করল। সোমবার আদালতে ইডির আইনজীবী দাবি করেন, আদিবাসীদের জমি দখল করতেন শাহজাহান শেখ। তার পর টাকার বিনিময়ে সেই জমি অন্যদের ব্যবহার করতে দিতেন! জমি বিক্রির বা লিজের কালো টাকা সাদা করা হত চিংড়ির ব্যবসায়। ইডির আর্জি মেনে এদিন আদালত শাহজাহানকে ইডি হেফাজতে পাঠিয়েছে। ১৩ এপ্রিল তাকে ফের আদালতে হাজির করানো হবে।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দাবি করেছে, সন্দেশখালিতে সিন্ডিকেট চালাতেন শাহজাহান। সেই সিন্ডিকেটের 'কিংপিন' তিনি নিজেই। শাহজাহানের ঘনিষ্ঠদের এই সিন্ডিকেটের সদস্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ কিছু মানুষ নিজেদের ভেড়ির মালিক দেখিয়েও উপার্জন করেছেন বলে দাবি ইডির। তাদেরদাবি, জমি দখলের কালো টাকা চিংড়ি ব্যবসার লেনদেন হিসাবে সাদা করে দেখানো হত। সেই ব্যবসা শাহজাহানের মেয়ে শেখ সাবিনার নামাঙ্কিত। ইডির দাবি, চিংড়ি বেচা-কেনা করে দুর্নীতির টাকা নয়ছয় করা হয়েছে।

আদালতে ইডি দাবি করে, কিছু নথি দেখিয়ে জেরা করার সময় তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন শাহজাহান। প্রশ্নও এড়িয়ে গিয়েছেন। এ ছাড়াও তদন্তে বেশ

কয়েকটি নতুন নাম উঠে এসেছে। ইডির আশঙ্কা, এই পরিস্থিতিতে শাহজাহানকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করা না হলে, যাঁদের নাম উঠে এসেছে, তাঁরা পালিয়ে যেতে পারেন বা নাগালের বাইরে চলে যেতে পারেন।

একদিকে যখন শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলে ধরছেন ইডির আইনজীবী, অন্য দিকে, শাহজাহানের গ্রেপ্তারির বৈধতা নিয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী জাকির। তাঁকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করানো হয়নি বলে আদালতকে জানান তিনি। তাঁর দাবি, যে সকল এফআইআরের ভিত্তিতে শাহজাহানের বিরুদ্ধে ইডি ইসিআইআর (এনফোর্সমেন্ট কেস ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট) দায়ের করেছে, তার মধ্যে প্রথম দিকের চার্জশিটে নাম নেই শাহজাহানের।

গত শুক্রবার সিবিআইয়ের হেপাজত থেকে শাহজাহানকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল। শনিবার সকালে বসিরহাট আদালতে বেআইনি ভাবে জমি দখল এবং মাছ আমদানি রফতানি ব্যবসার মামলায় শাহজাহানকে সংশোধনাগারে গিয়ে জেরা করার আবেদন করেন ইডির আইনজীবীরা। আদালতের সম্মতি মেলার পর শনিবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত শাহজাহানকে সংশোধনাগারে গিয়ে জেরা করেন ইডির তদন্তকারীরা।

সোমবার ইডির বিশেষ আদালতে শেখ শাহাজাহানকে তোলার সময় আইনজীবীদের একাংশ তাঁর ফাঁসি চেয়ে স্লোগান তোলেন।

ইফতারের জন্য ফল বিক্রির প্রস্তুতি। কলকাতার রাস্তায়।

মতুয়া মহাসংঘের আয়কর নথি নিয়ে জটিলতা

প্যান কার্ডের সঙ্গে কার মোবাইল নম্বর, আয়কর দপ্তরকে জমা দিতে হবে রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মমতাবালা ঠাকুরের মতুয়া মহাসংঘের আয়কর নথি নিয়ে তৈরি হল জটিলতা। এরপরই আদালতের নির্দেশ আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আয়কর দপ্তরকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে, যে প্যান কার্ড ইস্যু হয়েছে তার সঙ্গে কোন মোবাইল নম্বর যুক্ত রয়েছে। একইসঙ্গে জানাতে হবে কার নামে ওই মোবাইল সিম রয়েছে, তাও। আদালত সূত্রে খবর, আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই কলকাতা হাইকোর্ট জানায়, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপাতত কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। এদিকে এই মামলায় আয়কর দফতরকে যুক্ত করতে বলে আদালত। কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলায় তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের আয়কর সংক্রান্ত তথ্য জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেয়।

সোমবার মমতাবালার আইনজীবীকে আদালত স্পষ্ট হুঁশিয়ারির সুরে জানায়, কী ভাবে এই প্যান কার্ড আর মোবাইল যোগ হয়েছে তা নিয়ে পুলিশকে তদন্ত করতে দেওয়া হতে পারে। সেই তদন্তে সন্তুষ্ট না হলে এই তদন্তের কাজ তুলে দেওয়া হবে অন্য কোনও এজেন্সির হাতে। সঙ্গে এও জানানো হয়, আবেদনের মধ্যেই অনেক প্রশ্ন থেকে গিয়েছে। এদিকে এদিনের শুনানির সময়, বিচারপতি এও বলেন, 'কার প্যান কার্ডকে ব্যবহার করছে, এটাই তো স্পষ্ট নয়।' মমতাবালার পক্ষ থেকে বলা হয়, '২৩ মার্চ মহাসংঘের ট্রাস্টের প্যান কার্ড হারিয়ে গিয়েছে। এই নিয়ে ২৪ মার্চ থানায় অভিযোগ জানান হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, গাইঘাটার ঠাকুরনগরে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ নামে থাকা দু'টি সংগঠনের মধ্যে একটির সংঘাধিপতি হলেন মমতাবালা। আর অপরটি-র সংঘাধিপতি শান্তনু। মমতাবালা নিজের সংগঠনকে আসল বলে দাবি করে শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেন থানায়। তারপরেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। জানা গিয়েছে, মমতাবালা অভিযোগের পরেই মতুয়া সংঘের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিল করে দেওয়া হয়। মমতাবালা ঠাকুরের অভিযোগ, শান্তনু ঠাকুর অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের নামে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে বিপুল টাকা জমা করছেন। মমতাবালার আরও অভিযোগ, মানুষকে ভুল বুঝিয়ে, কার্ড তৈরির নামে বিপুল টাকাও সংগ্রহ করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই অ্যাকাউন্ট সিল করে দেয় পুলিশ।

জলপাইগুড়ির প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিলীপের 'কুমন্তব্য' নিয়ে বিতর্ক এখনও থিতু হয়নি, এরই মধ্যে ফের তাঁরই আরও এক বক্তব্য ঘিরে তুমুল শোরগোল বঙ্গ রাজনীতিতে। তৃণমূলের টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে দিলীপ ঘোষ বলছেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে ভোট শুরু হচ্ছে। বিজেপি-র ঝড় শুরু হয়ে গিয়েছে। তাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে।' উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের ঝড়ের পর সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। মৃতদের পরিবারদের সমবেদনা জানান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে খোঁজ নেন পরিস্থিতির। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য নতুন করে বিতর্কের ঢেউ তুলেছে বঙ্গ রাজনৈতিক মহলে।

এদিকে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের এই বক্তব্যকে সামনে রেখে এক্স হ্যান্ডেলে সরব হতে দেখা যায় তৃণমূলকে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের তরফ থেকে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়, ' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে রাতেই জলপাইগুড়ি গিয়েছে এবং প্রশাসনকে সাহায্য করছেন, সেই সময় 'অসংবেদনশীল' বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ প্রাকৃতির দুর্যোগকেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ে আসছেন খবরে থাকার জন্য। বিজেপি মানবতার উপরে এই ধরনের রাজনীতিকে রাখে। আর এই কারণে আমরা ওদের বাংলা বিরোধী বলি। আগামী নির্বাচন ভালো এবং মন্দের মধ্যে লড়াই। বাংলার মানুষ ভেবে-চিন্তে বেছে নিন।'

এদিকে ইতিমধ্যেই নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লাগু থাকাকালীন দিলীপ ঘোষকে নিজের মন্তব্য নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শও কমিশনের তরফে দেওয়া হয়েছে। এর আগে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে দিলীপ ঘোষের করা 'কুমন্তব্য' নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল গোটা রাজ্যে। দলের অভ্যন্তরেও কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল দিলীপ ঘোষকে। এবার পবর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে সতর্ক করল নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে করা দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি চার পাতার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। যেখানে সমস্ত আদর্শ আচরণবিধিগুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং দিলীপ ঘোষকে শধ চয়ন নিয়ে সতর্কও করা হয়েছে। ভারতীয় সমাজে মহিলাদের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে সেই প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্যামসুন্দর মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রার্থনা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার খড়দার অতি প্রাচীন শ্যামসুন্দর মন্দিরে পুজো দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। দমদম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত এদিন পুজো দেন। ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং অসুর শক্তি বিনাশের প্রার্থনা করেন। বিজেপি প্রার্থীর কথায়, ঠাকুরের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে অসুর শক্তি নাশ করার লক্ষে ভোট যুদ্ধে তিনি নামবেন। দমদম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত বলেন, 'ঠাকুরের কাছে তিনি প্রার্থনা করেছি মোদীজীর নেতৃত্বে দেশে যাতে তৃতীয়বার বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসে। আর দেশের আরও যাতে উন্নয়ন হয়।' বাংলায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন দমদম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। যদিও ব্যারাকপুর ও দমদম কেন্দ্রের গেরুয়া প্রার্থী জেতার ব্যাপারে একশো শতাংশ আশাবাদী।

তৃণমূল থেকে সদলবলে বিজেপিতে যোগ নৈহাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সদলবলে বিজেপিতে যোগ দিলেন তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সাধারণ সম্পাদক পরমেন্দ্রর চৌধুরী। সোমবার সন্ধ্যায় দলীয় কার্যালয় নৈহাটির সিং ভবনে ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের আহ্বায়ক অশোক দাসের হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠের এই নেতা। বিজেপিতে যোগ দিয়ে টিটাগড়ের বাসিন্দা পরমেন্দ্রর চৌধুরী জানান, ২০১৯ সালে তিনি বিজেপির হয়ে কাজ করেছিলেন। কিন্তু বন্ধ জুটমিল ও কলকারখানা খোলার আশ্বাস দিয়ে তাঁকে নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছিল স্থানীয় তৃণমূল। যদিও তৃণমূল তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে ছিল। সেখানে তিনি মানুষের জন্য কাজও করতে পারছিলেন না। তাই তিনি ফের বিজেপিতে ফিরে এলেন।' অন্য দিকে বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দু'দিন ধরে যোগদান পর্ব চলছে।

রবিবার কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের নেতা আবু হেনা ও মোহনপুর পঞ্চায়েতের নির্দল সদস্য অরিজিৎ দাস বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এদিন তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠের নেতা যোগ দিলেন। ফলে ব্যারাকপুরে বিজেপি আরও শক্তিশালী হল।' মনোজ বাবুর দাবি, নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে, বিভিন্ন দল থেকে নেতা-কর্মীরা ততই বিজেপিতে যোগ দেবেন।

কলকাতা বিমানবন্দরে বাজেয়াপ্ত ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার হিরে

নিজস্বপ্রতিবেদন, কলকাতা: হিরে পাচারের চেষ্টা করতে গিয়ে কলাকাত বিমানবন্দরে শুল্ক দপ্তরের হাতে ধরা পড়লেন এক ব্যক্তি। শুল্ক দপ্তর খবর, মুম্বই থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল ওই হিরে। কোনও বৈধ নথি না দেখাতে পারায় তা বাজেয়াপ্ত করা হয় তা। শুল্ক দপ্তর সূত্রে খবর, পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে হিরে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। আর তা ধরা পড় কলকাতা বিমানবন্দরে। বাজেয়াপ্ত করা হিরের দাম প্রায় ৬.৪৫ কোটি টাকা।

সূত্রের খবর, শুল্ক দফতরের কাছে খবর ছিল মুম্বই থেকে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের হিরে নিয়ে এক ব্যক্তি কলকাতায় আসছেন। সেইমতোই প্রস্তুতি নেন শুল্ক দফতরের আধিকারিকেরাও। এরপরই ওই ব্যক্তি বিমানবন্দরে নামতেই তাঁকে আটক করা হয়। নানা প্রশ্নের পাশাপাশি তল্লাশি করা হয়। সেই সময়ই পোশাকের ভিতর হিরে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের আগে আয়কর দপ্তর-সহ বিভিন্ন সংস্থাকে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ নজরদারি চালাতে। নগদ লেনদেনের পাশাপাশি বেআইনিভাবে টাকা এ হাত ও হাত করার দিকে নজরদারি চলছে। এরইমধ্যে এত দামি হিরে নিয়ে মুম্বই থেকে আসার কারণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মুম্বই থেকে কে এই হিরে পাঠিয়েছে এবং কলকাতাতেই বা কাকে তা পাঠানো হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে ব্যক্তিকে ধরা হয়েছে, তাঁকে মিডলম্যান বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, নির্বাচনের মুখে নগদ টাকা নিয়ে যাতায়াতে নজরদারি থাকার জন্যই এই হিরের লেনদেন কি না তা নিয়ে।

বিয়ের টোপ দিয়ে ফুঁসলিয়ে কিশোরীকে অপহরণ! ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিয়ের টোপ দিয়ে কিশোরীকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসার অভিযোগ। সঙ্গে ছিল ১১ মাসের শিশুও। ঘটনায় অপহরণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম ঝুমান মিঞা। জোড়াসাঁকো থানার এলাকার ঘটনা এটি। কিশোরীকে শিশু-সহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

একইসঙ্গে জোড়াসাঁকো পুলিশ সূত্রের খবর, ত্রিপুরা পুলিশ দিন কয়েক আগেই জোড়াসাঁকো থানাকে জানায় সেখান থেকে ঝুমান মিঞা এক কিশোরীকে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে রয়েছে এগারো মাসের সন্তান। খবর পেয়ে পুলিশ তল্লাশিতে নেমে জোড়াসাঁকো থানার এলাকার একটি হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করে ঝুমান মিঞাকে। এরপর রবিবার পুলিশ ধৃত ঝুমান মিঞাকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করা হয়। আদালত ধৃতকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়। সূত্রের খবর ধৃত ঝুমান মিঞা ও উদ্ধার হওয়া কিশোরীকে ত্রিপুরা নিয়ে যাবার জন্য আইনি পক্রিয়া চলছে।

এপ্রিলের শুরুতেই দাবদাহ। প্রবল গরমে গাছের নীচে একটু জিরিয়ে নেওয়া। ময়দানে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সেক্টর ফাইভের গ্লোবসিন ক্রিস্টাল বিল্ডিংয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শহরে। এবারে ঘটনাস্থল সেক্টর ফাইভ। সূত্রে খবর, সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আগুন লাগে সেক্টর ফাইভের গ্লোবসিন ক্রিস্টাল বিল্ডিংয়ের ১১ তলায়। এদিকে এই ১১ তলায় রয়েছে একটি কল সেন্টার। এরই অফিসের পাশে লিফটের সার্ভিস রুমে লাগে আগুন। তা নজরে আসতেই দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকলে। এরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তিনটি ইঞ্জিন। তবে কিছু সময়ের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনা হয় আগুন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে হঠাৎ আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ায় আশেপাশে।

সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের গ্লোবসিন ক্রিস্টাল বিল্ডিংয়ে কল সেন্টারের পাশেই লিফটের সার্ভিস রুমে আগুন লাগে। অফিসের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সংস্থার নাইট শিফট এর কর্মীরা প্রথমে পোড়া গন্ধ পান। লক্ষ্য করেন যে সার্ভিস রুম থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। এরপরেই আগুনের ফুলকিও দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। এদিকে ইতিমধ্যেই বিল্ডিংয়ের কর্মীরা মজুত রাখা স্মোক স্প্রে করে আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনেন। এরপর দমকল এসে আগুন পুরোপুরি আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে কোনও কিছুই বলতে পারেননি দমকল আধিকারিকেরা। তবে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে দমকল বাহিনী।

কমিশনের ছাড়পত্র পেয়েই সবুজ চুলা বিলিতে উদ্যোগী দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

সুবীর মুখোপাধ্যায়

রাজ্যের ৬টি জেলার গ্রামীন এলাকায় ধোঁয়া বিহীন সবুজ চুলা বিলি করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। বায়ুদূষণ কমাতে জীবনের গুণমান বৃদ্ধির উদ্দ্যেশে এবং গ্রামীন মহিলাদের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পর্ষদের তরফে। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী বিধি থেকে এটি ছাড়পত্র দিয়েছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে।

কমিশনের ছাড়পত্র পেয়েই পর্ষদ ৬টি জেলার গ্রামীন এলাকায় ধোঁয়াবিহীন চুলা বা সবুজ স্টোভ বিলি করতে উদ্যোগী হয়েছে পর্ষদ। যে সমস্ত জেলায় এই স্টোভ বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হযেছে , সেগুলি হল বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ,ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায়।

পর্ষদ কর্তারা আশা প্রকাশ করছেন, এই সমস্ত এলাকায় এই ধোঁয়াবিহীন স্টোভ নিয়ে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যান রুদ্র জনিয়েছেন, এনার্জি আয়ান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট পর্ষদকে তাদেরকে কার্বন ট্রেডিং করার পরামর্শ দিয়েছে। বোর্ড কর্তাদের হিসাব বলছে, এই কার্বন ট্রেডিং করে দূষণ নিযন্ত্রণ পর্ষদ আগামি ৭ থেকে ৮ বছরে আনুমানিক ৪ হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারবে ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ধোঁয়া বিহীন চুলা প্রকল্প কার্যকরী হলে স্টোভে কম ধোঁয়া, বেশী আগুন হবে। বর্তমানে রাজের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে প্রায় ১,১ কোটি গৃহিনী কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করে রান্না করে থাকেন। আর এদের জন্য ধোঁয়াবিহীন চুলা সরবরাহ করতে ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে। একটি আকাদেমি প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা কঠিন জ্বালানি বন্ধ করতে সাহায্য করবে এবং পাইলট প্রজেক্ট সফল করতে এরা পর্ষদকে সমস্ত রকমের সহযোগীতা করবে বলে জানা গেছে। তবে এই সমস্ত গৃহস্থদের এলপিজি ব্যবহারে নিয়ে আসা খুব কঠিন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সাধারন চুলা থেকে এই ধোয়া ধোঁয়াবিহীন চুলা ৭২ থেকে ৯০ শতাংশ তাপ উৎপাদন করতে সাহায্য করবে। একই সঙ্গে কার্বন নির্গমন ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ কমাতে পারবে বলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তারা আশাপ্রকাশ করেছেন।

সম্পাদকীয়

এক নাবালিকার বিয়ে তার শরীর ও মনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্থ করবে

তিন বছর আগে সদ্যোজাত মেয়েকে কোলে নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল এক ছাত্রী। তখন তার বয়স ছিল ১৬ বছর। আবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর কোনও এক নাবালিকার সঙ্গে জনৈক নেতার ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পর সাংসারিক অশান্তিতে স্বামীর ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে সে এখন বাবার ঘরে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নাবালিকা বিয়ের অজস্র উদাহরণ রয়েছে। নেতাদের কাছে গেলেই নাবালিকা বিয়েতে ছাড়পত্র; এ কথা এখন স্থানীয়দের মুখে মুখে ঘোরে। সমাজে যা কিছু মন্দ ঘটুক, সবের পিছনে রয়েছে রাজনীতি, সব দোষ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর; এমন একটা বক্তব্য সাধারণ মানুষ সাগ্রহে গ্রহণ করছেন। এক বার ভাবুন তো, নাবালিকার বাবা-মা যদি না চান, তা হলে জোর করে সেই মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব? অনেক ক্ষেত্রেই নাবালিকার বাবা-মা 'কন্যাশ্রী'-র ২৫ হাজার টাকা সাহায্য পেয়েও মেয়েকে পড়াশোনা করানোর কথা ভাবছেন না। তাঁরা ভাবছেন, এই টাকাটা দিয়ে একটা রঙিন মোবাইল কিনে, বা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে, কিংবা অন্য কাজে লাগিয়ে, মেয়েকে যেন তেন প্রকারেণ একটি ছেলের গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারলেই হল। কন্যাদায় থেকে তো মুক্তি! মেয়ে মানেই যেন একটা বোঝা। নাবালিকা মেয়ের জন্য অতি নিম্নরুচি, অযোগ্য পাত্র পেয়ে গেলেও তাঁরা বিয়ে দিতে ইতস্তত বোধ করেন না। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিডিও, সমাজের বিশিষ্ট মানুষ, আত্মীয়স্বজন, যাঁরা এই বিয়েতে বাধা বা বাগড়া দিতে আসবেন, তাঁরাই তাঁদের শত্রু হয়ে দাঁড়ান। এটাই এই সমাজে ঘোর বাস্তব। শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতাদের উপর দোষ চাপিয়ে কেন আমরা নিজেদের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভুলে যাব? স্থানীয় নেতা-নেত্রীদের দোষ আছে, মানছি। কিন্তু তার জন্য নিজেদের দোষটা কেন ঢাকব? নাবালিকা কন্যার বাবা-মা তথা অভিভাবকদের অজ্ঞতা দূর করতে সমাজ আজ ব্যর্থ। তাই স্থানীয় নেতাদের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার আগে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতন করা দরকার। বাবা-মাকে বোঝাতে পারলে নাবালিকা বিবাহের ব্যাধি ধীরে ধীরে সমাজ থেকে নির্মূল হবে। একটি নাবালিকা কন্যার বিবাহ যেমন তাকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তেমনই সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে; সেই ব্যাপারটি মেয়ের বাবা-মাকে বোঝাতে হবে। এমন কাজে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনের সঙ্গে এলাকার শুভবোধসম্পন্ন মানুষ সঙ্গ দেবেন বলে মনে করি।

আনন্দকথা

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।

উপায় — বিশ্বাস

একজন ভক্ত — মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি উপায় নেই?
শ্রীরামকৃষ্ণ — অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ আর মাঝে মাঝে নির্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। আর বিচার করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।
"বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।
(কেদারের প্রতি) — "বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ?

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

অজয় দেবগণ

১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অর্জুন সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অজয় দেবগণের জন্মদিন।*

তারকাদের নির্বাচন

অশোক সেনগুপ্ত

মহাভারতের দ্রৌপদী রূপা গাঙ্গুলি আগেই সংসদের সদস্য হয়েছেন। রামায়নের রাম অরুণ গোভিল, ঝাঁসির রানি কঙ্গনা রাউথরাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? সংসদ ভবনে বুঝি আগের চেয়েও বেশি নজর কাড়ছেন তারকারা। রিয়েল লাইফে ক্রমেই মাত্রা পাচ্ছে রিল লাইফ।

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের অনেকই অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার পর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। হয়েছেন মন্ত্রী, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীও।

এদিক থেকে প্রথমেই অনেকের মনে আসবে দক্ষিণের ছবিপাড়ার দুজনের নাম। একসময় তাঁরা হয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী। একজন

আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল 'অল ইন্ডিয়া আনা দ্রাবিড় মুনেত্রা জাঝাগাম'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক মারুথ গোপাল রামচন্দ্র (সংক্ষেপে এম জি আর)। তিনি ১৯৭৭ সাল থেকে মৃত্যু (১৯৮৭) পর্যন্ত তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৮ সালে পান 'ভারত রত্ন'। অপরজন জয়ারাম জয়ললিতা। তিনি তাঁর সহ অভিনেতার (এম জি আর) অনুপ্রেরণায় ১৯৮২ সালে তাঁরই গড়া রাজনৈতিক দলে যোগ দেন। ১৯৯১ সাল থেকে মৃত্যু (০৫ ডিসেম্বর, ২০১৬) পর্যন্ত ছ'বার (১৪ বছর) তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হন। সর্বভারতীয় একটি পরিসংখ্যানে তিনি ছিলেন স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী।

হাল আমলের কঙ্গনা অভিনয় করার জন্য বাস্তব জীবনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অনেক দিন ধরে। একজন রাজনীতিবিদ হওয়ার জন্য তাঁর দীর্ঘ একটি লক্ষ্য রয়েছে। অসংখ্য চলচ্চিত্র সেলিব্রিটি পরিচিত রাস্তা অনুসরণ করে রাজনীতিতে গেছেন কেউ থেকে গিয়েছেন। কেউ পালিয়ে বেঁচেছেন, অনেকে মানচিত্র থেকে খসেই গিয়েছেন।

কঙ্গনা কয়েক বছর আগে বিজেপির প্রতি অবিরাম সমর্থন দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক পথচলা শুরু করেছিলেন। একটা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তৈরির জন্য অনায়াসে মহারাষ্ট্রে সেনা (ইউবিটি) সরকারের সাথে লড়াইয়ে নেমেছেন। বক্স অফিসের হিসেবের বাইরেও চতুরতার সাথে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রয়োজনীয় সমস্ত পথ ব্যবহার করেছেন। তিনি বিজেপির টিকিটে হিমাচলের মান্ডির আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সেখানেও তিনি তাঁর উপস্থিতি দেখিয়েছেন। রাজনীতিতে প্রবেশকারী বলিউডের কঙ্গনার অনেকটাই 'বহিরাগত' ছাপ ছিল। রাজনীতিতে কিন্তু তিনি ঘরের লোক। সেখানে তাঁর বন্ধুরা আছেন। তিনি ২০১১ সালে চিরাগ পাসওয়ানের প্রথম চলচ্চিত্র,*'মিলি না মিলি হাম'-এ অভিনয় করেছিলেন।

আবার একঝলক চলুন তাকাই দক্ষিণী ছবিপাড়ার দিকে! চলচ্চিত্র জীবনে ভীষণ সফল মানুষ কমল হাসান রাজনৈতিক জীবনে দারুণ ব্যর্থ ছিলেন। ২০০৭ সালে রাজনীতিতে নাম লেখান চিরঞ্জীবি। অন্ধ্র প্রদেশের প্রজা রাজ্য পার্টির এই নেতা বর্তমানে ওই প্রদেশের রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। কিছুকাল আগে প্রয়াত হয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ বিজয়কান্ত। তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে অন্যতম জনপ্রিয় একটি রাজনৈতিক দল তৈরি করেন তিনি। একাধারে ভীষণ জনপ্রিয় অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ ছিলেন তিনি। ২০২৩-এর ২৮ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন তামিলনাড়ুর বিরোধীদলীয় নেতা ও নিম্নকক্ষ সদস্য নারায়ণ বিজয়রাজ ওরফে বিজয়কান্ত।

রাজনীতিতে বলিউডের অতীত অভিনেতাদের কথায় আসে রাজ বব্বরের নাম। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই তিনবারের লোকসভা সদস্য কিন্তু দুবার রাজ্যসভার সদস্যও নির্বাচিত হন। বলিউড ও পাঞ্জাবি সিনেমার এই সুপারস্টার উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির রাজ্য সভাপতিও ছিলেন।

এবার লোকসভার বিদায়ী, মহিলা অভিনেত্রী সাংসদদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির স্মৃতি ইরানি। একাধারে তিনি ছিলেন অভিনেত্রী, মডেল, টিভি প্রযোজক ও রাজনীতিবিদ। তিনি ২০১১ সাল থেকে গুজরাটের রাজ্যসভার সদস্য। বিজেপি মহিলা মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। রাহুল গান্ধীকে ভোটে হারান। নারী ও শিশু উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বস্ত্র, তথ্য ও সম্প্রচার প্রভৃতির মন্ত্রিত্ব সামলেছেন। সেই সঙ্গে প্রথম অমুসলিম হিসেবে তিনি সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীও হন। তিনি নরেন্দ্র মোদির দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার সবচেয়ে কমবয়সী সদস্য।

এবারের বিদায়ী সাংসদদের মধ্যে আছেন হেমা মালিনী। ১৯৯৯ সালে তিনি বিনোদ খান্নার জন্য রাজনৈতিক প্রচারের সময় রাজনীতিতে আগ্রহী ন। পরে ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগ দেন। টানা ছয় বছর সংসদ সদস্য ছিলেন, রাজ্যসভার। সে সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন ড. এ পি জে আবদুল কালাম। এবারের বিদায়ী সাংসদদের তালিকায় আছেন কিরণ খের, নবনীত কৌর, টিএমসি-র দেব, মিমি, নুসরত, শতাব্দী, বিজেপি-র লকেট চ্যাটার্জি এবং নির্দল সাংসদ সুমলতা। মিমি এবং নুসরাত আগামী নির্বাচনে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেই।

স্টারডমের উপর ভিত্তি করে ক্ষ্মবিভ্রমক্ষ্ম বাঁচিয়ে রাখাকে চ্যালেঞ্জ মনে করে অনেক তারকা রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। যেমন অমিতাভ বচ্চন। ১৯৮৪ সালে অভিনয় জীবন থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে পারিবারিক বন্ধু ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধীর সমর্থনে যোগ দেন রাজনীতিতে। এলাহাবাদ থেকে কংগ্রেসের টিকিটে ভোটে দাঁড়ান। আশ্চর্যজনকভাবে ৬৮ু ভোট পেয়ে প্রবীণ নেতা এইচএস বহুগুনাকে পরাজিত করে বিশাল ব্যবধানে জেতেনও। কিন্তু রাজনীতি হয়তো তাঁকে তেমন টানেনি। অমিতাভ ১৯৮৭ সাল নাগাদ পদত্যাগ করেন। পরে তিনি বলেন, তশ্রোতারা একটি বিভ্রমে পড়েছিলেন। রাজনীতির কঠিন বাস্তবতাকে তাঁরা হঠাৎ কিভাবে নিতে পারেনদ? তিনি বলেন, মতাদর্শ তাঁর ভক্তদের বিভক্ত করছে।

অমিতাভ-জায়া ও বলিউড কাঁপানো অভিনেত্রী জয়া বচ্চন কিন্তু একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ। তিনি সমাজবাদী পার্টির হয়ে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। রেকর্ড ৯বার ফিল্মফেয়ার জেতা এই অভিনেত্রী-রাজনীতিবিদ 'পদ্মশ্রী'-তে ভূষিত।

রাজনীতি করতে গেলে জীবনাচারণের বদল এবং গায়ের পুরু চামড়া দরকার। বেশির ভাগ অভিনেতাই চাপে পড়ে যান। অনেকেই পুনরাবৃত্তিতে যেতে আগ্রহ দেখান না। সুপারস্টারদের কথা বাদ দিন, রাজনৈতিক উত্তাপে ছোটখাটো অভিনেতাদেরও খুব বেশি ক্ষতি হয়। কেউ কেউ দাবি করেন, দেব এবং মিমিও এই মতের সমর্থক। দুজনই দলকে জানান আর ভোটে লড়বেন না। যদিও তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কথায় দেব ফের প্রার্থী হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের ঘাটালে তাঁর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি-র অভিনেতা প্রার্থী হিরণ।

এই রাজ্যে দেব-হিরণ দ্বৈরথের চেয়েও আগামী লোকসভা ভোটে বেশি আকর্ষণ তৈরি করেছে হুগলির চুঁচড়ায় গতবারের লোকসভা ভোটে জয়ী বিজেপি-র লকেট এবং রাজনীতিতে নবাগতা তৃণমূলের রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই।

একজন সুপারস্টারের পক্ষে ব্যালট বাক্সের বাস্তবতা যাচাই করে প্রিয় ভক্তদের হারানোর ঝুঁকি নেওয়া সহজ নয়। রজনীকান্ত ভারতের

বিভিন্ন অঞ্চলের সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি* যুক্তরাষ্ট্র -সহ একাধিক দেশের সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তিনি* ২০১৯* সালে* দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার* পান। তিনি কি জনসমক্ষে তাঁর বিরোধিতা সহ্য করতে পারবেন? রাজেশ খান্না ১৯৯১ সালে এল কে আডভানির কাছে ১,৫৮৯ ভোটে হেরে যান। ১৯৯২ সালে

উপনির্বাচনে রাজেশ খান্নার বিরুদ্ধে লড়েন আর এক বলিউড অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। সেই নির্বাচনে রাজেশ জেতেন ২৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে। কিন্তু তারপরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। যিনি হারেন অর্থাৎ শত্রুঘ্ন সিনহা পরে দুবার লোকসভার সদস্য হন। সদস্য হন রাজ্যসভারও। অটল বিহারী রাজপেয়ির মন্ত্রিসভায় তিনি পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্বে। ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গে আসানসোল কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী শত্রুঘ্ন এবারেও প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূলের হয়ে।

বলিউড ডিভা রাখী সাওয়ান্ত নিজেই একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অংশ নেন। ফল ভালো না হওয়ায় পরে ইনি রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়ায় যোগ দেন। জনপ্রিয় অভিনেতা ও কমেডিয়ান স্যার পরেশ রাওয়াল বিজেপির টিকিটে ২০১৪ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ওদিকে নানা টানাপড়েনে যায় বলিউড অভিনেত্রী জয়াপ্রদার রাজনৈতিক জীবনে। তাঁর রাজনীতি নিয়ে আছে নানা সমালোচনাও। তবে তিনি উত্তর প্রদেশের রামপুর থেকে তেলুগু দেশম পার্টির ব্যানারে ১০ বছর (২০০৪ থেকে ২০১৪) সংসদ সদস্য ছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনে লড়ে ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সংসদ সদস্য ছিলেন বলিউডের তারকা গোবিন্দা। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মুম্বাই উত্তর থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হন। কিন্তু হেরে যান বলিউড অভিনেত্রী ও 'সেক্স বম্ব' উর্মিলা মাতন্ডকরের কাছে। সম্প্রতি ফের রাজনীতিতে ফিরে এসেছেন গোবিন্দা। তিনি এবার শিবসেনায় যুক্ত হয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের উপস্থিতিতে।

রাজনীতিতে সংক্ষিপ্ত উপস্থিত অভিনেতাদের তালিকা যথেষ্ঠ দীর্ঘ; শিবাজি গণেশন থেকে গোবিন্দা, উর্মিলা মাতোন্ডকর থেকে মৌসুমী চ্যাটার্জি, ভিক্টর ব্যানার্জী, এবং অরবিন্দ তিওয়ারির মতো টেলি-তারকারা আছেন। এক আরএসএস কর্মী রামানন্দ সাগরের রামায়ণে রাবনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। রূপা গাঙ্গুলী (টেলি-দ্রৌপদী) রাজ্যসভায় গিয়েছিলেন। মিমি এবং নুসরত খুব কম সময়ই সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে, রবি কিষাণ ১০টি প্রাইভেট মেম্বার বিল পেশ করেছিলেন। ওড়িয়া তারকা বিজেডি-এর অনুভব মোহান্তি, কেন্দ্রপাড়ায় বিজেপির বৈজয়ন্ত পান্ডাকে পরাজিত করেছিলেন। অনুভব এরকম তিনটি চালু করেছিলেন। লকেটের দুটি বিল ছিল।

মোটের ওপর সংসদ সদস্য হওয়া অভিনেতাদের অনেকের সামগ্রিক রিপোর্ট কার্ড যথেষ্ঠ আশাব্যঞ্জক। আজ পর্যন্ত ৫ বারের সাংসদ সুনীল দত্ত তাঁর রাজনৈতিক কাজের প্রতি তাঁর নিখুঁত অঙ্গীকারের জন্য প্রশংসা এবং শ্রদ্ধা জাগিয়েছেন তিনি ছিলেন একাধারে অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক-প্রযোজক এবং রাজনীতিবিদ। অসংখ্য সুপারহিট ছবির এই অভিনেতা ছিলেন মুম্বাই উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রের সাংসদ। মনমোহন সিংয়ের মন্ত্রিপরিষদের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন 'মুম্বাই শেরিফ'ও। তাঁর সন্তান ও আর এক বলিউড সুপারস্টার সঞ্জয় দত্তের রাজনীতিতে আসা নিয়ে অনেক কথা হলেও শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি রাজনীতিতে আসেননি। তবে সুনীল দত্তের স্ত্রী, অভিনেত্রী 'মাদার ইন্ডিয়া'-র নার্গিস ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য।

বিনোদ খান্না (পাঞ্জাব) এবং ধর্মেন্দ্র (রাজস্থান) রাজনীতিতে ভালভাবেই এগিয়েছেন। ধর্মেন্দ্র-তনয় সানি দেওল ২৩ এপ্রিল ২০১৯ সালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে নামেন। পাঞ্জাব থেকে লোকসভার সদস্য হন। সানি পর্দায় যেভাবে হিরোগিরি করেন, ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্যও অনেকটা সেই ভাবমূর্তির উপর নির্ভর করেছিলেন। যদিও তিনি সপ্তদশ লোকসভার সংসদে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ১৭ু।

রাজনীতি ছেড়ে আসা চলচ্চিত্র তারকাদের বিষয়ে শটগান (শত্রুঘ্ন সিনহা) বলেছিলেন, রাজনীতিতে যোগ দিতে হলে জোশ নয়, হোশ প্রয়োজন। কিন্তু এখন, টলমলে ক্যারিয়ারের

অভিনেতাদের কাছে রাজনীতি এখন হল একটি প্রায় স্বাভাবিক পথ। শত্রুঘ্নর স্ত্রী পুনম সিনহাও সমাজবাদী পার্টির একজন রাজনীতিবিদ। তাঁদের পুত্র লাভ সিনহাও কংগ্রেসের রাজনীতিবিদ।

কিন্তু ফিল্মস্টারদের তৈরি তিনটি দলের কেউই তাঁদের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক নির্বাচনী এলাকা, তাঁদের ভাষার দর্শকদের বাইরে থাকা জনসাধারণের প্রশংসা পায়নি। বেশ কয়েকটি ছবি ফ্লপ হওয়ার পর 'মণিকর্ণিকা'তে ঝাঁসির রানী চরিত্রে কঙ্গনার ভূমিকা তাঁকে কিছুটা আশ্বস্থ করেছে। এখন মূল্যবান প্রশ্ন হল, তিনি কি তাঁর ভোট যুদ্ধে এটিকে তুরূপের তাস করতে পারবেন?

দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুর পাঁচজন মুখ্যমন্ত্রী চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এমজিআর এবং জয়ললিতার কথা আগে বলেছি। এছাড়াও আছেন;সি এন আন্নাদুরাই, এম করুণানিধি ও জানকি রামচন্দ্রণ। দক্ষিণী অভিনেতাদের মধ্যে রাজনীতিতে সাড়া ফেলেছিলেন নন্দমুরি তারকা রামারাও (এনটিআর)। ১৯৮২ সালে তিনি হায়দরাবাদে তেলুগু দেশম পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদর দফতর হায়দরাবাদের এন টি আর ভবন, বানজারা হিলসে। একাধারে অভিনেতা, প্রযোজক, চিত্রনির্মাতা এবং রাজনীতিক এনটিআর তিন বার অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসেছেন। আর এক তারকা চিরঞ্জীবী একাধারে সুপারস্টার এবং রাজনীতিক। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই অভিনেতা ২০০৮ সালে সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন। গঠন করেছিলেন নিজের আলাদা দল 'প্রজা রাজ্যম পার্টি'। ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন।

পবন কল্যাণ অভিনয় দিয়ে কেরিয়ার শুরু করলেও পরে রাজনীতিতে যোগ দেন পবন। নিজের আলাদা দলও গঠন করেছেন তিনি, যার নাম 'জন সেনা'। ২০১৩ সালে প্রকাশিত ফোর্বসের ১০০ জন ভারতীয় সেলিব্রিটির তালিকায় ২৬ নম্বরে ছিলেন তিনি। বিজয়কান্তও সেলুলয়েডের জনপ্রিয়তায় কম যান না। ২০০৫ সালে রাজনীতিতে পা রাখেন ক্যাপ্টেন বিজয়কান্ত। গঠন করেন নিজের দল 'দেশীয় মুরপোক্কু দ্রাবিড় কাঝাগম'। ২০১৬ সালে ভোটের প্রচারে 'থালাইভা' রজনীকান্তের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য ছড়ানোর অভিযোগে বিজয়কান্তের সমালোচনায় মুখর হন রজনী-ভক্তেরা। ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি তামিল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ছিলেন। সুরেশ গোপী মালয়ালম অভিনেতা। সিনেমার পর্দায় সাহসী এবং কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় বহু বার দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিছুকাল আগেও ছিলেন রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য।

আলোচনায় বেশ কটি নাম আনা সম্ভব হল না। তবে সন্দেহ নেই, নির্বাচনে তারকাদের অংশগ্রহণ বেশ সাড়া জাগায়। সেই সঙ্গে তৈরি করে বিতর্কও; অভিজ্ঞ রাজনৈতিক কর্মীদের বাদ দিয়ে কেন ভোটপ্রার্থী তারকারা?

ঋণ: আনন্দবাজার পত্রিকা, টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় নন্দিতা সেনগুপ্তের এবং 'দেশ রূপান্তর'-এ ইমরোজ বিন মশিউরের লেখা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্যই দল ছাড়া এবং ফিরে আসা : দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কেন্দ্র সরকারের সদিচ্ছা না থাকায় তিনি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করতে পারেনি বলে মাঝখানে রাজনীতি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্য সরকার এই প্রকল্প করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিতেই তিনি দলে ফিরে এসেছেন।

সোমবার দাসপুর এবং কেশপুরে একাধিক জনসংযোগ কর্মসূচি সেরে পথসভায় একথা জানান ঘাটাল কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দীপক অধিকারী ওরফে দেব।

তিনি জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান দীর্ঘদিনের দাবি ছিল মানুষের। কথা দিয়েছিলাম করে দেব। কিন্তু করে দিতে না পারায় রাজনীতি ছেড়ে অভিনয়ে ফিরে যেতে চাইলাম। তবে দিদি আমাকে বললেন, রাজনীতিতে তোমার মতো মানুষের প্রয়োজন। আমি দিদিকে বলি যদি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রাজ্য সরকার করে দেন তবেই আমি রাজনীতিতে ফিরব। দিদি কথা দিয়েছেন। তার রাজনীতিতে ফিরে আসার এই কারণ শুনেই করতালিতে ভেসে যায় সভাস্থল।

আরামবাগের সভায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আর কেন্দ্রের কাছে দয়া ভিক্ষা নয়।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রাজ্য সরকারই করবে।

সোমবার দেব জানান, লোকসভা নির্বাচন মিটলেই সেই প্রকল্পের কাজ শুরু করবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে ঘাটাল মাস্টার প্লান্টের কাগজ জমা পড়েছে, এবং দুটো কাজ শুরু করার আবেদনও করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে দাসপুরের কেশবচক নিমতলা হাট, জোতকানুরামগড়ে পথসভা করেন। বিকেলে কেশপুরের ঝলকা, কলাগ্রাম, ছুতারগেড়িয়ায় রোড শো করেন। কেশপুরের মহিষদা গ্রামে তাঁর ছোটবেলা কেটেছে সে কথা জানিয়ে জানান, স্কুল থেকে পানীয় জল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র যত আবেদন জমা পড়েছিল কেশপুরের উন্নয়নের জন্য, তিনি করে দিয়েছেন।

দেব জানান, বিজেপি মিথ্যে কথা বলে ভোট চায়। মানুষকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়। ভোটের আগে ও ভোটের সময় একরকম আর ভোট মিটলেই আরেক রকম। বিজেপির সবটাই যে ভাঁওতা। এটাই বিজেপির রাজনৈতিক চরিত্র। তাঁর প্রতিপক্ষ হিরণ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকর না হওয়া নিয়ে আক্রমণ করেছেন। এ বিষয়ে দেব জানান, উনি অনেক কিছুই জানেন না। ওনার পড়াশোনা করে আসা উচিত। তিনি ঘাটালের সাংসদ হিসেবে সংসদে কতবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন, তাঁর দল কি করেছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কতবার কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীকে, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন সে সব বিস্তারিত তথ্য পেশ করে জানান, আসলে বিজেপি যাঁদের প্রার্থী করে তাঁরা উন্নয়ন কি তাই জানেন না। তাঁরা শুধু কুৎসা, মিথ্যে প্রচার আর ধর্মের নামে ভোট চান। মানুষের কোনো উন্নয়ন করেন না। শুধুমাত্র মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করেন। প্রচন্ড গরমে বিভিন্ন জায়গায় ঠান্ডা শরবত খেতে দেখা যায় দেবকে।

খেলার মাঠে নয়, এবার ভোটের ময়দানে ছক্কা হাঁকাতে প্রস্তুত টিম ইউসুফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ২০০৮ সালের আইপিএলে একুশ বলে অর্ধ শতরান করে দ্বিতীয় দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড রয়েছে ইউসুফ পাঠানের ঝুলিতে। কেকেআর-এ বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। আইপিএল ছেড়েছেন। কিন্তু বাঙালিকে ছাড়েননি। সেই ইউসুফ পাঠান এবার আইপিএলের বাইশ গজ থেকে নজর ঘুরিয়ে রাজনীতির 'কুরুক্ষেত্রে' লক্ষ্যভেদে নেমেছেন। সামনে প্রতিদ্বন্দ্বী বহরমপুর লোকসভার পাঁচবারের কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। বিজেপির প্রতীকে লড়ছেন চিকিৎসক নির্মল সাহা। অধীর চৌধুরীর ঘূর্ণি পিচে কীভাবে ফিল্ডিং সাজাচ্ছেন? এক মুখ হাসি আর প্রত্যয় নিয়ে বহরমপুরের তৃণমূল প্রার্থী অপূর্ব সরকার, হুমায়ুন কবীর, আবু তাহের খানকে দেখিয়ে বললেন, এরা আমার টিমে সৌরভ, সচীন, বীরেন্দ্র সেহেবাগ। এবার আইপিএলে ফোকাস দিতে পারছি না। নিজের টিম নিয়ে একশো শতাংশ নজর দিয়েছি রাজনীতির ময়দানে। ছক্কা হাঁকিয়েই মানুষের ভালোবাসার প্রতিদান দেব। লক্ষ্য একটাই। সার্বিক উন্নয়ন।

২০০৮ সাল থেকে টানা আইপিএল খেলেছেন ইউসুফ পাঠান। তিনবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ান টিমের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তারমধ্যে দু'বার বাঙালির আবেগের কেকেআরের হয়ে চ্যাম্পিয়ান ট্রফি হাতে তুলে নিয়েছেন। আইপিএলে মোট ১৭৪টি ম্যাচ খেলে ইউসুফ ৩ হাজার ২০৪ রান করেছেন। আইপিএল কেরিয়ারে একটি শতরান ও ১৩টি অর্ধ শতরান রয়েছে। বল হাতে ৪২টি উইকেট নিয়েছেন। এবার ব্যাট, বল ছেড়ে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে মানুষের মন ছুঁতে রাতদিন এক করে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটে বেরাচ্ছেন। ফুরসত নেই আইপিএল দেখার।

আর্ন্তজাতিক মানের ক্রিকেটারদের মনজুড়ে দর্শকদের উচ্ছ্বাস, আবেগ জায়গা করে থাকে। জাতীয় দল থেকে অবসর নিলেও তাঁরা নিজেদের প্রাক্তন বলে ভাবেন না। খেলোয়াড়দের মন পড়ে থাকে বাইশ গজে। সুযোগ পেলেই মাঠে নামেন। আর আইপিএল মানেই ভারতীয় ক্রিকেটের মহারণভূমি। জাতীয় দলের প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইউসুফ এবার আইপিএল থেকে সম্পূর্ণ নজর ঘুরিয়ে নিয়েছেন। হোটেলের ঘরে রিমোর্ট হাতে সংবাদ চ্যানেলগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। জেলার অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের সঙ্গে বসে লক্ষ্যভেদের রণকৌশল সাজাচ্ছেন। এমনকী নিজের ফিটনেস নিয়েও ভাবার অবসর নেই। বললেই, এখন জিম করছি না। রমজান মাসে রোজা রেখেছি। এটাই নিজেকে ফিট রাখার অন্যতম জিমখানা। ২০০৮ সাল থেকে বাঙালি খাবারে মন মজেছে। মন চাইলেও এখন ভরপেট খাচ্ছি না। নির্বাচনের পরে ভরপেট গোলাপ জামুন খাব। মানুষের ভালোবাসা আমার মন ভরিয়ে রেখেছে। যুবক এবং অভিজ্ঞ সবাই পাশে আছে এটাই আমার ইউএসপি। পাশে বসে তৃণমূল কংগ্রেসের মুর্শিদাবাদ বহরমপুর ইউনিটের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, রাজনীতির ময়দানে টিম স্পিরিটই আমাদের আত্মবিশ্বাসী করেছে। অশ্বমেধের ঘোড়ার লাগাম ইউসুফ পাঠানের হাতে।

সাড়ম্বরে সারহুল উৎসব পালন পুরুলিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃতির পুজো সারহুল হয়ে আসছে বহু প্রাচীন কাল থেকে। এ যেন আদিবাসী মানুষের বসন্ত উৎসব। ফাগুনের শাল, পলাশ ও মহুল ফুলের আগমন বার্তা বয়ে নিয়ে আসে সারহুল মায়ের। সোমবার পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি ব্লকের মানভুম ভূমিজ মুন্ডা কল্যাণ সমতির পক্ষ থেকে কালিমাটি ভবানীবালা আদিবাসী বিদ্যাপীঠ ময়দানে পালিত হল সারহুল উৎসব। এদিন প্রথমে কালীমাটি গ্রামের সারহুল থানে প্রকৃতির পুজো দিয়ে কালীমাটি মোড়ে বীরসা মুন্ডার আবক্ষ্য মূর্তিতে মাল্যদান করে শুরু হয় সারহুল উৎসব। সারাদিনব্যাপী একাধিক আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সঙ্গে এদিন সংগঠন থেকে সারহুল উৎসবে সরকারি ছুটির দাবি উঠে। সংগঠন জানান, সব ধর্মের ছোট বড় উৎসবে সরকারি ছুটি দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের উৎসবে ছুটি থেকে আমরা বঞ্চিত। তাই সরকারের কাছে আবেদন যাতে আমাদের আগামীবছর এই দিনে সরকারি ছুটি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মানভূম আদিবাসী ভূমিজ মুন্ডা কল্যাণ সমিতির পুরুলিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক বিশ্বনাথ সিং বাবু, বাঘমুণ্ডি ব্লক কমিটির সম্পাদক সুরেশ সিং বাবু, বুদ্ধেশ্বর সিং মুড়া সহ অন্যান্যরা।

পুরাতন মালদা থেকে ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরেই চাঞ্চল্য ছড়াল পুরাতন মালদায়। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বে অভিযোগ, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের হয়েই কাজ করায় তাদের দলের সক্রিয় কর্মীকেই খুন করেছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। পাল্টা বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, মৃত ব্যক্তি তাদের দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা দলীয় কর্মীকে খুন করে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সোমবার সকালে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিয়ান মোড় এলাকায় ওই ব্যক্তির রক্তাক্ত এবং ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আর এই ঘটনার পরেই মৃতের পরিবার ও পাড়া প্রতিবেশীরা দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে ছাতিয়ান মোড় এলাকার মালদা - নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলে রাজ্য সড়ক অবরোধ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম তাপস দাস (৩৫)। তার বাড়ি ছাতিয়ান মোড় এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাত বারোটা নাগাদ মোটরবাইকে আসা তিনজন তাপসকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপরই সে আর রাতে বাড়ি ফেরেনি। এদিন সকালেই বাড়ি থেকে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে ছাতিয়ান মোড় এলাকায় তাপসের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাপস দাস নামে ওই ব্যক্তির শরীরের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। ভারী বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছে।

এদিকে মৃতের মা সোমা দাস জানিয়েছেন, তার ছেলে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত

ছিল না। তবে সুদের কারবার করত এবং পুলিশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। বেশ কিছুদিন আগে তাপসের এক ভাগ্নেকে স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতীরা চাকু নিয়ে হামলা চালায়। সেই সময় প্রতিবাদ করেছিল তাপস। এর থেকে গোলমালের সূত্রপাত। এদিন রাতে তিনজন এসে ছেলেকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপরেই তাপসের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এদিকে পুরো ঘটনাটি নিয়ে বিজেপিকে কাঠগোড়ায় দায় করিয়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে মিটিং মিছিলে যোগ দেওয়ার কারণেই ওর বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সেই থেকে গোলমাল চলছিল। এরপরই এদিন দলের ওই কর্মীকেই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নৃশংসভাবে খুন করেছে। আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে।

উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি দলের প্রার্থী খগেন মুর্মু জানিয়েছেন, তাপস তাদের দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কারণ, ছাতিয়ানগাছি এলাকাটি সম্পূর্ণ বিজেপির ঘাঁটি। তাপসকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা খুন করেছে। আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পুলিশের কাছে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি করেছি। পুরাতন মালদা থানা পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই খুনের ঘটনায় দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ভাতার ব্লকে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার ব্লকে এই প্রথম বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ সোমবার ভোটের প্রচার করলেন। প্রথমে ভাতার বাজারে একটি র‍্যালি করেন। পরে ভাতারের বড়বেলুন গ্রামে বড়মা কালীর মন্দিরে পুজো

দেন। এদিন পুজো দিয়ে তিনি সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান যে বাবার কাছে প্রার্থনা করলাম সব লোককে যেনো শান্তিতে রাখে, ভালো রাখে। এই ভোট প্রচারে তৃণমূল কর্মীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। উল্লেখ্য, ভাতার ব্লকে প্রথম ভোটের প্রচার চালান সিপিএম প্রার্থী, এরপর প্রচার চালান বিজেপি প্রার্থী, সোমবার প্রচার চালালেন তৃণমূল প্রার্থী।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN NO : U40104WB2008PTC130530

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য দেউলিয়াগ্রস্ত সম্পত্তির অংশ হিসেবে স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে (জামিন এবং আর্থিক সম্পদ) ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে', 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'** এবং **'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'।**

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় (স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে বিক্রয়)	২৯.০৪.২০২৪ (দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত) (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	২৬.০৪.২০২৪ দুপুর ১২টার মধ্যে
উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	১৬.০৪.২০২৪
সফল ডাকদাতাদের ঘোষণা	১৭.০৪.২০২৪
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	২৪.০৪.২০২৪ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)

সম্পদের বিস্তারিত

ক্রম নং	বিবরণাদি	মোট সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (টাকা)	বর্ধিত পরিমাণ (টাকা)
১	জামিন এবং আর্থিক সম্পদসমূহ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে (জামিনজমা, লেনদেনে আদায়যোগ্য ছয় মাস অতিক্রান্তে, অগ্রিম আয় কর এবং জামিন /মার্জিন মানি ঋণের জন্য, জামিন এবং অন্যান্য অঙ্গীকার)	৩,৯০,৭২,২১৩ টাকা	৩৯,০৭,২২১ টাকা	৫,০০০ টাকা

সংশ্লিষ্ট **https://nesl.co.in/auction-notices-under-ibc/** প্রাপ্তব্য উল্লেখ্য ই-নিলাম / বিক্রয় নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে বিক্রয় সাপেক্ষে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং সংশ্লিষ্ট ইমেল আইডিতে **cirp.akpower@gmail.com** প্রশ্ন পাঠানোর মাধ্যমে জানতে পারেন। ই-নিলাম বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে যোগাযোগ করুন : লিকুইডেটর বা টিম সদস্য, ০৩৩-৭৯৬১১০২৭ নম্বরে।

স্বা/-
সিএ প্রতীম বয়াল
তারিখ : ০২.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা
লিকুইটেডর - এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত)
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : **IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385**
নথিভুক্ত ঠিকানা : ১৮/১ তারাপুকুর মেন রোড, ঘোষ পাড়া আগরপাড়া-কলকাতা ৭০০১০৯
নথিভুক্ত ইমেল আইডি : **pratimbayal@gmail.com**
যোগাযোগের ঠিকানা : সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক সিটি কলকাতা, ৭০০০৯১
এএফএ বৈধ ০৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত

আগুনের হাত থেকে জঙ্গলকে রক্ষা করতে নজরদারির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আগুনের হাত থেকে জঙ্গলকে রক্ষা করতে কখনো বন দপ্তরের পক্ষ থেকে এলাকার মানুষকে নিয়ে ক্যাম্প করা হয়। কখনো পথ নাটিকার মাধ্যমেও জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মানুষদের সচেতন করা হলেও ফের সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের আদুরিয়ার রাঙাখুলা, ভেলাডাঙা জঙ্গলে ভয়াবহ আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে বন সম্পদ। গাছের শুকনো পাতায় আগুনের লেলিহান শিখা বড় গাছের ডালেও ধরে যায়। আগুন নেভাতে হিমশিম খায় বনদপ্তর। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি,বর্তমানে বনদপ্তরের নজরদারির অভাবে আগুন লাগার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুর নাগাদ রাঙাখুলার জঙ্গলে আগুন লেগে যায়। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের জঙ্গলেও। পরে খবর পেয়ে আদুরিয়া বিট থেকে বনদপ্তরের অফিসাররা সন্ধে পর্যন্ত আগুন নেভানোর কাজ চালান। বিট অফিসার তাপস মাহাতো বলেন, আগুন নেভানো গিয়েছে। কিভাবে আগুন লাগল তা তদন্ত করে দেখা হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম এলাকা অধিকাংশ জঙ্গলে ঘেরা। প্রতিবছর এই সময় গাছের শুকনো পাতা পরে থাকার ফলে সেই শুকনো পাতায় কোনো ভাবে আগুন লেগে গেলেই মুহূর্তের মধ্যে সেটা ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

আগুন নেভাতে কয়েকদিন সময় লেগে যায় দমকলের ও বন দপ্তরের। গত বছর বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে ব্যারিকেড দিয়ে গাড়ির চালকদের তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে দেশলাই লাইটার বাজেয়াপ্ত করাও শুরু করেছিল বন দপ্তর। পরে বর্ষার পর থেকে তেমন নজরদারি ছিল না। দেখতে দেখতে ফের গ্রীষ্মের শুরুতে গাছের পাতা ঝরা শুরু হয়েছে। আর তাতেই চিন্তা বেড়েছে বন দপ্তরের। সোমবার জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনার পর ফের সাধারণ মানুষদের সচেতন করার উদ্যোগ ও নজরদারি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর।

মিনিবাস চালককে মারের অভিযোগ টোটো চালকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডাল থানার উখড়া মিনি বাস স্ট্যান্ডে মিনিবাসের সহ-চালককে টোটো চালক মারধরের ঘটনায় ক্ষুব্ধ মিনিবাস চালকরা। তারা মিনিবাস ধর্মঘট করে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অন্ডাল থানায় বলে সূত্র মারফত জানা যায়। মিনিবাসের সহ-চালক মুখতার খান জানান, তিনি একজন যাত্রীকে মিনিবাস স্ট্যান্ডে গাড়িতে উঠতে বলছিলেন, তখন একজন টোটো চালক এসে যাত্রীকে বলেন, মিনিবাসটি ৩০ মিনিট পর ছাড়বে আপনি টোটোতে আসুন। টোটো চালকের এ কথা শুনে আমি প্রতিবাদ করলে টোটো চালক আমাকে মারধর করে, এমনকী অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করেন অভিযোগ করেন মুখতার বাবু। এরপর বাসের অন্যান্য চালক ও কর্মীরা ঘটনাটি জানতে পারলে তারা সবাই ঘটনাস্থলে পৌঁছে এর প্রতিবাদ করেন। টোটো চালককে গ্রেপ্তারের দাবিতে মিনিবাস বন্ধ করে রাখা হয়।

এদিনের এই ঘটনায় উখড়া থেকে হরিপুর হয়ে রানিগঞ্জগামী প্রায় ১২টি মিনিবাস বন্ধ রাখে মিনিবাস চালক ও কর্মীরা। মিনিবাস চালকদের পক্ষ থেকে বলা হয় যদি এধরনের টোটো চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া না হয় তাহলে আগামী দিনে এই রুটের সমস্ত মিনিবাস বন্ধ করে আন্দোলনে নামবেন তারা।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে প্রচারের হাতিয়ার করলেন সিপিএম প্রার্থী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের প্রত্যন্ত গ্রামের লড়াই সংগ্রাম করে উঠে আসা সিপিএম প্রার্থী বিপ্লব মৈত্র। সোমবার তিনি আরামবাগ শহর জুড়ে মিছিলের মাধ্যমে ভোট প্রচার করেন। প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কর্মী সমর্থকরা এই মিছিলে যোগ দেয়। তিনি বলেন, ধর্মতলা এখন ধর্নাতলা হয়ে গিয়েছে। ১০০০ দিন ওখানে বসে ওরা কাঁদছে। আমাদের এই লোকসভা ভোটের ইস্যুই হল কর্মসংস্থান, উন্নয়ন আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ও প্রতিবাদ। এই ইস্যুতে আমাদের ভোটে লড়াই। আর আমরা আদর্শ ও নীতিতে বিশ্বাসী। সেই লক্ষ্যেই আমাদের নির্বাচনী প্রচার।' আমাদের নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, মানুষের ওপর ভরসা রাখতে হবে।

মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো উচিত নয়। কারণ যে কোনও সময়েই মানুষই শেষ কথা বলেন। জনগনই শেষ রায় দেবেন। এই উপদেশ নিয়েই আমাদের আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়া। কারণ মানুষ দেখছেন বর্তমান পরিস্থিতি কোনও অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সেটাই মনে করিয়ে দিতে চাই শুধু বামপন্থীরদের বিকল্প কেউই হতে পারে না।

এদিন বিকালে আরামবাগ শহরে তাদের জোনাল কমিটির পার্টি অফিস থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন বিপ্লব। সঙ্গে ছিলেন বহু কর্মী ও সমর্থক। মহিলা কমিটির সদস্যারাও পা মেলান। প্রত্যেকের হাতে লাল ঝান্ডা থাকায় পদযাত্রা লালে লাল হয়ে ওঠে। এদিকে শহর জুড়ে সিপিএমের মিছিলে আলোড়ন পড়ে যায়। বেশির ভাগ সিপিএম নেতা ও কর্মীরা লাল পাঞ্জাবি পরে মিছিলে হাঁটেন। পিছিয়ে ছিলেন না মহিলারাও। তারাও ব্যানার নিয়ে হাঁটেন। সিপিএমের জেলা নেতৃত্ব হাজির ছিলেন এদিনের মিছিলে। সিপিএমের মিছিল দেখতে আবার শহরের রাস্তায় ভিড় জমান উৎসাহিত বহু মানুষ। তাদের কাছে গিয়ে করমর্দন করে ভোট ভিক্ষা করেন বিপ্লব। কেন সিপিএমকে ভোট দেবেন তার ব্যাখ্যাও করেন তিনি। গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ চান। এই ভাবেই সোমবার কাজের প্রথম দিনে বিপ্লব আরামবাগ শহরে জনসংযোগ করেন।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ পশ্চিমবঙ্গ ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
সেগরেটো স্কিলস ফাইন্ডার প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U74900WB2015PTC204816) রেজিস্টার্ড অফিস ৮৩, এস. পি. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বুধবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"কর্ণাটক রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা,- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৮৩, এস. পি. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ
কোম্পানির পক্ষে
সেগরেটো স্কিলস ফাইন্ডার প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
অঙ্কিত কেডিয়া
ডিরেক্টর
ডিন - ০৮৭৩৭২৯৭
তারিখ : ০২.০৪.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.
করুণাময়ী শাখা, করুণাময়ী কমিউনিটি সেন্টার-তথা-কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ২য় তল, ব্লক - ইডি, সেক. II, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
ইমেল : info@samatabank.org

পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

Cash Credit Loan A/c No.- CR-305

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে **২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন** (২০০২ এর ৫৪) এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **১৪.১১.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স গ্লোবাল টেকনো ট্রেড ঠিকানা ২৯/১বি,** সাহানগর রোড, ফ্ল্যাট - সি, ২য় তল, থানা - কালীঘাট, কলকাতা - ৭০০০২৯, **অংশীদারগণ : ১. শ্রীমতি সর্বানী মিত্র,** স্বামী শ্রী সৈকত মিত্র ৫০৯, রেল বিহার, ইকেটিপি, আনন্দপুর, থানা - আনন্দপুর, কলকাতা - ৭০০১০৭ এবং **২. শ্রী সৌম্য কুমার ঘোষ,** পিতা শ্রী সমীর কুমার ঘোষ ঠিকানা জি-২/৪, করুণাময়ী হাউজিং এস্টেট, সেক্টর - ২, সল্ট লেক, থানা - বিধাননগর (পূর্ব), কলকাতা - ৭০০০৯১ কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৪৬,২৩,৪৪৪.২০ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ তেইশ হাজার চারশ চুয়াল্লিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা) টাকা ৩১.১০.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ/বন্ধকদাতাকে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির **২৭.০৩.২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনওরূপ লেনদেন **সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি., সল্টলেক শাখার** নিকট বকেয়া **৪৬,২৩,৪৪৪.২০ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ তেইশ হাজার চারশ চুয়াল্লিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা) টাকা ৩১.১০.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ১*, তল (উত্তর দিকে সামনের অংশে) ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৯/১বি, সাহানগর রোড, ওয়ার্ড নং ৮৮, কলকাতা পৌর সংস্থা (উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ১১০৮৮১৬০২২৭১), পো: কালীঘাট,থানা: টালিগঞ্জ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭০০০২৬। দলিল নং ১-১৬০৫০১৮৪০, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০১৮, পৃষ্ঠা ৫৫০৪৮ থেকে ৫৫০৯৮ -২০১৮ সালের ।এডিএসআর -আলিপুর।
সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী মিত্র, স্বামী শ্রী সৈকত মিত্রর নামে।

তারিখ : ২৭.০৩.২০২৪
স্থান : সাহানগর, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অপসারণ নির্দেশে স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রজত কিশোর দে'র অপসারণ স্থগিতাদেশের নির্দেশ আসার পরেই মুখ খুললেন তিনি। সোমবার বিকেলে সাংবাদিকদের সামনে খোলামেলা আলোচনায় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রজত কিশোর দে বলেন, রবিবার রাতে আমি রাজ্যপাল তথা আচার্যের কাছ থেকে অপসারণের নোটিস পেয়ে নিজেকে অপমানিত বোধ করছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ওয়েবকুপার যে সম্মেলনটা হয়েছিল, তাতে আমি ছিলাম না। এ ব্যাপারে কিছু জানতামও না। কিন্তু হঠাৎ করে একটা ষড়যন্ত্র কাজ করল এবং আচমকাই আমাকে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপসারিত করা হল। কিন্তু এরপর সোমবার দুপুরে রাজ্য সরকার পুনরায় আমাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে বহাল থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এতে আমি খুশি।

উপাচার্য রজত কিশোর দে আরও বলেন, রাজ্যপালের ভূমিকাতে মনে হচ্ছে যেন উনাকে কেউ পরিচালনা করছে। ওয়েবকুপার সম্মেলন হয়েছিল শনিবার। সেখানে কি হয়েছিল, তাদের অনুমতি কি ছিল সেটাও বলতে পারব না। এখানে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ভূমিকা নেই। তা সত্ত্বেও আমার বিরুদ্ধ একটা চক্রান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন সেই বিষয়টি তদারকি করেই আমাকে পুনরায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে বহাল থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের মুখে বিধিভঙ্গের অভিযোগে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রজত কিশোর দে'কে অপসারিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাজ্যপালের তরফ থেকে। রবিবার রাতেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে আচার্য তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি.ভি.আনন্দ চিঠি পাঠিয়েই এই নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার বিষয়টি জানাজানি হতেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র সংগঠন থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে।

তৃণমূল পরিচালিত সংশ্লিষ্ট ছাত্র ও শিক্ষা সংগঠনের একাংশ কর্মকর্তারা রাজ্যপালের এই ভূমিকা নিয়েও ধিক্কার জানিয়েছেন। নির্বাচন চলাকালীন বিধি বঙ্গের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারেও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ওয়েবকুপার কর্মকর্তারা।

তৃণমূল পরিচালিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার রাজ্যের সহ-সভাপতি তথা বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. মণিশংকর মণ্ডল জানিয়েছেন, সম্প্রতি তৃণমূলের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের এই সংগঠনের কনভেনশনকে ঘিরেই নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছিল। যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোনওরকম নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করা হয়নি। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠটুকু ব্যবহার করা হয়েছিল। তাও আচার্য তথা রাজ্যপাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসি কমিটির নির্দেশ মেনে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের পোর্টালেও এই সম্মেলন করার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন ওয়েবকুপার কনভেনশনের অজুহাত দেখিয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারিত করা হয়েছিল। এই ঘটনায় আমরা রাজ্যপালের ভূমিকায় ধিক্কার জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, গত শনিবার (৩০ মার্চ) তৃণমূল পরিচালিত অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার একদিনের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে । সেখানে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৭০০ জন প্রতিনিধি সামিল নিয়েছিলেন। আর এই ঘটনায় নির্বাচন বৃদ্ধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস ও বিজেপি। তারপরেই সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রজত কিশোর দে'কে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৮ সাল থেকে শুরু হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনো পর্যন্ত মোট সাতজন উপাচার্যর বদলি হলেন। যার মধ্যে প্রথম থেকে রয়েছেন উপাচার্য গোপা দত্ত, এরপর অচিন্ত্য বিশ্বাস, গোপাল মিশ্র, স্বাগত সেন, চঞ্চল চৌধুরী, শান্তি ছেত্রী এবং পরবর্তীতে রজত কিশোর দে। গত ১৬ বছরের ব্যবধানে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনো পর্যন্ত মোট সাতজন উপাচার্যের বদলি হল।

লোকসভা ভোটের মুখে বাড়তি লক্ষ্মীলাভ, খুশির হাওয়া আরামবাগের মহিলা মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লোকসভা নির্বাচনের আগে মহিলাদের মন জয় করতে মাস্টারস্ট্রোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজ্য বাজেটে বাড়ানো হয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ। যেখানে সাধারণ মহিলারা এতদিন এই প্রকল্পে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে পেয়েছেন। সোমবার থেকে তারা ১০০০ টাকা করে পাবেন। আর তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলারা মাসে পাবেন ১২০০ টাকা করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সাড়া জাগানো প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বর্ধিত ভাতা কার্যকর হচ্ছে নয়া অর্থবর্ষের প্রথম দিনেই। আগে, শুধুমাত্র দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে গিয়েই এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যেত। তবে এখন দুয়ারে সরকার শিবির ছাড়াও বছরের যেকোনও সময়েই নিজের এলাকার পুরসভা বা বিডিও অফিসে গিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধার জন্য আবেদন করতে পারছেন মহিলারা। বিধানসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। সেই বছর সেপ্টেম্বর মাস থেকে এসসি- এসটি সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য মাসে এক হাজার টাকা এবং বাকিদের জন্য পাঁচশো টাকা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু করে রাজ্য সরকার। তবে এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে অস্ত্র করে লোকসভা নির্বাচকে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে চলেছে তৃণমূল। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলছেন, এদিন থেকে প্রতিটি বাড়িতে শুভেচ্ছা কার্ড নিয়ে তৃণমূল কর্মীরা যাচ্ছে। রাজ্যজুড়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রকল্পের ফলে মহিলাদের জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে। যদিও আরামবাগের বিজেপি প্রার্থী অরূপ দিগার বলছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আসলে মাতৃশক্তির অপমান। সব মা চায় তার সন্তান যেন দুধে-ভাতে থাকে। আর এটা করতে গেলে কাজের প্রয়োজন। চাকরির প্রয়োজন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মায়েদের হাতে ভিক্ষা দিয়ে তার সন্তানদের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। অন্যদিকে সিপিএম প্রার্থী বিপ্লব মৈত্র বলছেন, বর্তমান সরকার খেলা, মেলা আর অনুদান নির্ভর সরকার। ভিক্ষা নয়, কাজের অধিকার দেওয়া দরকার। যেভাবে প্রতিদিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, মানুষ কাজ হারাচ্ছে, নতুন কাজের কোনও ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে না, তাতে করে প্রজন্মের পর প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে। দানখয়রাতি না করে মানুষের কাজের ব্যবস্থা করুক। সব মিলিয়ে তৃণমূলের লোকসভা ভোটে মূল অস্ত্রকেই তীব্র কটাক্ষ করছে বিরোধীরা।

এদিন রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পাল শোভাযাত্রা করে কর্নজোড়ায় জেলাশাসকের কাছে তার মনোনয়নপত্র জমা করেন।

এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়ব না : অগ্নিমিত্রা পল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: এ কথা ঠিক যে, মেদিনীপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া আমার বন্ধু এবং একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু বর্তমানে আমরা দু'জনই পরস্পরের বিরুদ্ধে ভোট যুদ্ধে নেমেছি। আমরা যুযুধান দুটি দলের বিধায়ক। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল জুনকে প্রার্থী করেছে এবং কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি আমাকে প্রার্থী করেছে। দু'জনেরই লক্ষ্য জয় লাভ করা। কিন্তু যুদ্ধ এমন একটা বিষয় যেখানে বন্ধু ও প্রিয়জন পরিচয়টা থাকে না। যুদ্ধক্ষেত্রে মা, বাবা, ভাই, বোন কেউ থাকে না। যুদ্ধ যুদ্ধই। স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা আমরা অনেক শুনেছি। কিন্তু এই নির্বাচনের যুদ্ধ অন্য ধরনের এক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ হল দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যুদ্ধ এবং পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর যুদ্ধ।

তাই তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া বন্ধু হলেও ভোটের ময়দানে বিনা যুদ্ধে ১ ইঞ্চি মাটিও ছাড়ব না। সোমবার খড়গপুরে প্রচারের সময় সাংবাদিকদের এ কথা জানান মেদিনীপুরের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল।

উত্তরপাড়ায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রয়াসের পরিচালনায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্তদান শিবিরে ৭৮ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী সনৎ চ্যাটার্জি প্রাক্তন ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী ও বাস্তব রায় এবং বিশিষ্ট অতিথিরা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। এই পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল জানালেন এখন গরমকাল এই সময় খুব রক্তের সংকট থাকে সেই সব কথা মাথায় রেখে প্রয়াসের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির করা হয়েছে তার জন্য তাদের অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গরমকালে খুব রক্ত সংকট থাকে, যারা রক্ত দিতে এগিয়ে এসেছেন তাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চুরি যাওয়া শান্তিনাথের মূর্তি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: চুরি হয়ে যাওয়া শান্তিনাথের মূর্তি আবারও নিজের স্থানে ফিরে এল। পূর্ব বর্ধমান জেলার নরোত্তমবাটি গ্রামে বাবা শান্তিনাথের মূর্তির অর্ধেক অংশ গত বছর চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন এক মহিলা। সেই থেকে খোঁজ মেলেনি বাবা শান্তিনাথের। গত ১৬ চৈত্র রাত্রিবেলা আবারও ওই মহিলা শান্তিনাথের মন্দিরে বাবা শান্তিনাথের বাকি অর্ধেক মূর্তি চুরি করতে আসে। মন্দিরের ভৈরবীর মূর্তি চুরি করে পাশের একটি খালে রেখে দেয় ওই মহিলা। এরপর বাবা শান্তিনাথের বাকি অর্ধেক শিবলিঙ্গ চুরি করার চেষ্টা চালায় সে। ঠিক সেই সময় ওই মন্দির সংলগ্ন রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। তিনিই প্রথম বিষয়টি লক্ষ্য করেন এবং সকল গ্রামবাসীদের খবর দেন। সকলে মিলে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে ওই মহিলাকে আটক করেন। এরপর বাবা শান্তিনাথের ভৈরবীকে উদ্ধার করা হয়। খবর দেওয়া হয় মাধবডিহি থানায়। ঘটনাস্থলে আসে বুলচন্দ্রপুর ক্যাম্পের এএসআই অরিন্দম চ্যাটার্জি। তিনি ওই মহিলাকে থানায় নিয়ে যান। এরপর ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় বাবা শান্তিনাথের মূর্তি এবং তা তুলে দেওয়া হয় নরোত্তমবাটি গ্রামবাসীদের হাতে। তবে শিবলিঙ্গ উদ্ধার হওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয় ওই মহিলাকে। নরোত্তমবাটি

গ্রামবাসীদের কাছে বাবা শান্তিনাথ মানেই এক আবেগ। তাই এই শিবলিঙ্গটি চুরি হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে পাওয়ায় খুশি হয়েছেন গ্রামবাসীরা। এ কথা জানিয়েছেন বাবা শান্তিনাথ কমিটির ম্যানেজার কার্তিক চন্দ্র নায়ক।

বাবা শান্তিনাথের মূর্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মাধবডিহি থানার ওসি পঙ্কজ নস্করকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নরোত্তমবাটি গ্রামের মানুষজন।

আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দিল আইএনটিটিইউসি সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার সকাল ৮টা থেকে শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে উত্তাল কাঁকসার বাঁশকোপা শিল্পতালুকের এক বেসরকারি কারখানার গেটের সামনে। এদিন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের প্রায় ৭২ জন শ্রমিক ওই বেসরকারি কারখানার গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে। ৩০ দিন কাজ চাই তা না হলে আমরণ অনশনে বসার পাশাপাশি কারখানার গেটে আত্মহত্যা করার হুঁশিয়ারি দেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অধিকাংশই তপসিলি জাতি এবং উপজাতি। শ্রমিকদের বিক্ষোভের জেরে উত্তেজনা ছড়ায় কারখানার গেট চত্বরে। শ্রমিকদের অভিযোগ আগেও তারা কাজের দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল গত বছর ডিসেম্বর থেকে এই বছর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাসে ১৫ দিন কাজ দেওয়া হবে। ফেব্রুয়ারি পার হয়ে মার্চ মাস পার করে এবার এপ্রিল মাসে পরেছে। কিন্তু এখনো কাজ পাওয়া যায়নি। শ্রমিকদের অভিযোগ এখন কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের বলছে এখনো রোটেশনে অর্থাৎ ১৫ দিন কাজ করতে হবে। ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিকদের অভিযোগ, ভিন রাজ্য থেকে শ্রমিক আসছে লাগাতারভাবে এবং মিল চলছে কিন্তু তাদের ৩০ দিন কাজ দেওয়া হচ্ছে না, বলা হচ্ছে এখনো নাকি কারখানার অবস্থা খারাপ। এপ্রিলের প্রথম দিন থেকেই তাই ৩০ দিনের কাজের দাবিতে শ্রমিকেরা বিক্ষোভে বসে। শ্রমিকদের অভিযোগ এমনিতেই বেতন কম, তার ওপরে ১৫ দিন কাজ পেলে সেই টাকায় তাদের সংসার চালাতে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই হয় কারখানা কর্তৃপক্ষ কাজ দেবে, নাহলে তাদের মৃতদেহ উঠবে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। যদিও এই বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

৫০ বছরে 'সংলাপ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিগত সত্তরের দশকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন যাত্রা থিয়েটার নাচ গান চলছিল এখানে সেখানে। গড়ে উঠেছিল সংস্থা। কিন্তু আবৃত্তি চর্চার বা শেখানোর কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। এই সময় এক তরুণ আবৃত্তিকার স্বপ্ন দেখেছিলেন শুধুমাত্র আবৃত্তি চর্চা ও ছেলে মেয়েদের আবৃত্তির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার। ১৯৭৫ সালে তৈরি করে ফেললেন 'সংলাপ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সময়ে এ শহরের শুধু নয় রাজ্যের এক খ্যাতিমান আবৃত্তিকার পার্থসারথি কুণ্ডুর হাত ধরে জন্ম নেওয়া সেই 'সংলাপ' ৫০ বছরে পা দিল। এই উপলক্ষ্যে গত ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় বাঁকুড়া রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত হয়েছিল সংস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের। বরেণ্য সাহিত্যিক দেবব্রত সিংহ, সংস্কৃতিপ্রেমী চিকিৎসক অমিতাভ চট্টরাজ, বাচিক শিল্পী দেবব্রত সেন, চিত্তরঞ্জন কুণ্ডু, ডাঃ জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ পার্থসারথি দত্ত, দীপক ঘোষ, রামপ্রসাদ বিশ্বাস, কাঞ্চন চক্রবর্তী ও সংলাপের কর্ণধার পার্থসারথি কুণ্ডু প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করলেন। সম্পাদক অনিন্দিতা ঘটক, ডাঃ জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ ভট্টাচার্য সংস্থার গড়ে ওঠার ইতিহাস থেকে অন্দরমহলের কথা তুলে ধরলেন। ডাঃ অমিতাভ চট্টরাজ তাঁর বক্তব্যে বাঁকুড়ার আবৃত্তি চর্চার এক মনোজ্ঞ ধারাবাহিক ইতিহাস উপস্থাপন করেন। সংলাপের খুদে শিক্ষার্থীদের সমবেত আবৃত্তি 'পদাতিক' ও পার্থ কুণ্ডু ও অন্যান্যদের সমবেত আবৃত্তি, নন্দিতা কুণ্ডুর একক আবৃত্তি মন ছুঁয়ে যায়। অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক দেবব্রত সিংহ ও বাচিক শিল্পী দেবব্রত সেনকে সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে বাড়তি পাওনা হিসেবে পাওয়া গেল আকাশবাণীর ঘোষক তথা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী শৈলেন চক্রবর্তীর অনবদ্য সঞ্চালনা।

নির্বাচনী প্রচারে উত্তরপাড়ার মাখলায় বিজেপি প্রার্থী কবীর শংকর বোস

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবীর শংকর বোস হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলায় এসে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন। সোমবার সকালে তিনি মাখলা মানিকতলায় টিএন মুখার্জি রোডে মাতৃকা মন্দিরে মা কালীর মন্দিরে পুজো দিলেন। তিনি মায়ের সামনে বসে হাতজোড় করে প্রার্থনা করেন। তারপর মন্দিরের পাশে শিবের পুজো দিলেন। মন্দির থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বললেন তারপর শুরু হয় ঢাকের বাজনা সঙ্গে তার প্রচার। প্রার্থীর পাশে বড় করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির বড় কাট আউট ও বেশ কিছু গেরুয়া বেলুন ও স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থী কবীর শঙ্কর বসু হাত জোড় করে জনগণের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানান। মাখলা এলাকা শেষ করে উত্তরপাড়ায় যাওয়ার পর প্রার্থীকে সাধারণ মানুষকে দেখে হাত নাড়তে দেখা যায়। দুপুর পর্যন্ত উত্তরপাড়া হিন্দমোটর পরিক্রমা করেন তিনি। দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে বেশ কিছু প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে বিকাল থেকে শুরু হয় তার নির্বাচনী প্রচার। বিজেপি প্রার্থী কবীর শংকর বসু জানালেন, আমরা জিতবই। পশ্চিমবঙ্গে ৩৫টি আসন পাব। সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজিকে ভরসা করেন। ১০০ শতাংশ জিতব। আমাদের ব্যবহারটাই সব। আমায় যেখানে বলবেন তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ডিবেটে বসতে রাজি।

ইডির নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ইডির নোটিস বনগাঁয়। শংকর আঢ্য ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাবুল দাসের (বাবলু) বনগাঁ জয়পুর এলাকার বাড়িতে ইডি আধিকারিকরা। সোমবার এক আধিকারিক আসেন, তার সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সূত্রে জানা গিয়েছে, মানি লন্ডারিং বিষয়ে তার পরিবারের কাছে একটি নোটিস এদিন দেওয়া হয়েছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ইডি আধিকারিকরা বেরিয়ে যান।

বাউল গানের ডালি নিয়ে ভোট সচেতনতা প্রচারে বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ লোকসভা নির্বাচনের জোর কদমে চালাচ্ছে শাসক দলের প্রার্থী থেকে শুরু করে বিজেপি, সিপিআইএম প্রার্থীরা। এবার সেই জায়গায় শান্তিপূর্ণ ও সন্ত্রাস মুক্ত ভোটের লক্ষ্যে বাউলের ভোট সচেতনতা হুগলির আরামবাগে। দেখা যায় ভোট এলেই মানুষের মুখে একটাই কথা নিজের ভোট নিজে দিতে পারব তো? হিংসা, হানাহানি, বোমাবাজি খুনোখুনি মুক্ত ভোট হবে তো? মানুষের মনে ভয় ও দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল ২০২৪ লোকসভা ভোট নিয়ে সচেতন করতে জেলায় জেলায় পথে ঘুরছেন। এই বাউল শিল্পী সোমবার ভোট সচেতনতা প্রচার করেন হুগলি জেলার আরামবাগে, ভোট সচেতনতা করতে দেখা গেল বাউল গানের মাধ্যমে। এদিন আরামবাগ মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে, বাস স্ট্যান্ডে ও আরামবাগের

বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়ে ও বাজারে স্বপন দত্ত বাউল গানে গানে বলছেন শান্তিপূর্ণ ভোট দাও, শান্তি ভঙ্গ কেউ করো না। সন্ত্রাস মুক্ত ভোট করতে হবে, বোমাবাজি, প্রাণহানি কেউ করো না। তার বাড়ি খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানে। স্বপন দত্ত বাউল বলেন, বর্ধমান জেলা প্রশাসন নির্বাচন দপ্তর এবং রাজ্য ও কেন্দ্র নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত শিল্পী হয়ে আমি সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে নিজের উদ্যোগেই নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে লোকসভা ভোট নিয়ে সচেতনতা প্রচার করতে বাউল গানে পথে নেমেছি শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যে। সকল মানুষকে এবং সকল রাজনৈতিক দলকে সচেতন করতে আপনারা একজোট হয়ে হিংসা হানাহানি ভুলে ভয় মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ ভোট করার অঙ্গীকার করুন। সবমিলিয়ে বাউল শিল্পীর সচেতনতামূলক এই উদ্যোগে খুশি আরামবাগবাসী।

রাহুলের 'ম্যাচ ফিক্সিং' মন্তব্য কমিশনে গেল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির 'ম্যাচ ফিক্সিং' মন্তব্য নিয়ে এ বার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। সেই সঙ্গে রাহুলের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার দাবিও জানিয়েছে তারা। পদ্মশিবিরের দাবি, এ হেন মন্তব্য শুধু ভোটের আদর্শ আচরণ বিধি ভঙ্গ করে তা-ই নয়, তার প্রভাবও গুরুতর।

সোমবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। সেই দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং, বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ কুমার-সহ আরও কয়েক জন। কমিশন থেকে বেরিয়ে হরদীপ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, জনসভায় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির মন্তব্যগুলি অত্যন্ত আপত্তিকর। এই সব মন্তব্য নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করছে। পাশাপাশি, সেগুলি সমাজে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে বলে দাবি করেছে বিজেপি।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি-সহ একাধিক ইস্যু নিয়ে রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে সভা করেছিল বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'। 'লোকতন্ত্র বাঁচাও' সমাবেশের মঞ্চে ছিলেন একাধিক বিরোধী নেতানেত্রীরা। সেখান বক্তৃতা করতে গিয়ে রাহুল দাবি করেছিলেন, 'ইভিএম ছাড়া, ম্যাচ ফিক্সিং ছাড়া, সমাজমাধ্যম ছাড়া এবং গণমাধ্যমের উপর চাপ সৃষ্টি ছাড়া বিজেপির পক্ষে ১৮০টির বেশি আসন জেতা অসম্ভব।'

কী ভাবে ভোটে 'ম্যাচ ফিক্সিং' হবে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাহুল বলেছিলেন, 'এখন আইপিএল চলছে। যখন আম্পায়ারদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়, খেলোয়াড়দের কিনে নেওয়া হয় এবং অধিনায়ককে হুমকি দেওয়া হয় ম্যাচ জেতার জন্য, সেটা ক্রিকেটে ফিক্সিং। সামনেই আমাদের লোকসভা ভোট আছে। সেখানে আম্পায়ারদের নিজেই বেছেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। আমাদের দুই খেলোয়াড়কে খেলার আগেই গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয়েছে।'

রাহুলের এই মন্তব্যকে ভাল ভাবে নেয়নি বিজেপি। সোমবার কমিশনের কাছে কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় তারা। হরদীপ বলেন, 'রবিবার জনসভায় দেওয়ার সময় রাহুল গান্ধি বলেছিলেন যে এটি একটি নির্দিষ্ট ম্যাচ। তিনি আরও বলেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনে তার নিজেদের লোকদের মোতায়েন করেছে। সেই সঙ্গে রাহুল ইভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।' এর পরই তিনি বলেন, 'রাহুল, কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা এবং বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা কমিশনের কাছে আবেদন করেছি।'

১৪ দিনের জন্য কেজরিকে তিহারে পাঠাল আদালত

পড়ার জন্য গীতা, রামায়ণ ও প্রধানমন্ত্রীদের সম্পর্কে বই চাইলেন

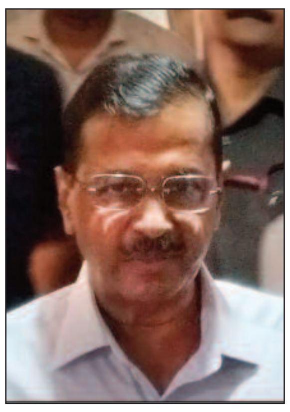

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ইডি: হেপাজত শেষে সোমবারই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আদালতে হাজির করানো হয়। তবে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন করেনি ইডি। আদালতে জেল হেপাজতের আর্জি জানিয়েছিল তারা। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে। এদিন কেজরিকে ১৪ দিনের জন্য তিহারে পাঠানো হয়েছে। আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সোমবার কেজরিওয়ালকে যখন আদালতে আনা হয়, তখন সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নে তিনি শুধু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যা করছেন, তা দেশের জন্য ভাল নয়।' দু'দফায় তাঁকে ইডি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। সোমবারই সেই হেপাজতের মেয়াদ শেষ হয়। আদালতে উপস্থিত ছিলেন কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা। তা ছাড়াও এসেছিলেন দিল্লির দুই মন্ত্রী অতিশী মারলেনা এবং সৌরভ ভরদ্বাজ।

আদালতে ইডির তরফে জানানো হয়, তদন্তে সহযোগিতা করছেন না কেজরিওয়াল। অনেক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন। এমনকি, তাঁর মোবাইলের পাসওয়ার্ড দিতেও অস্বীকার করছেন তিনি। সেই সঙ্গে ইডি আরও জানায়, কেজরিওয়ালের শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখেই তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ইডি।

অন্যদিকে, কেজরিওয়ালকে জেলে বই নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক, তা জানিয়ে আদালতে আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী। জেলে তিনটি বই নিয়ে যেতে চান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সেই বইগুলি হল, ভগবদগীতা, রামায়ণ এবং সাংবাদিক নীরজা চৌধুরীর লেখা প্রধানমন্ত্রীদের সম্পর্কে একটি বই।

কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি 'বেআইনি' বলে প্রথম থেকেই দাবি করছে আপ। একই কথা শোনা গিয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর গলাতেও। তাঁর অভিযোগ, 'এটা একটা দুর্নীতি। এতে ইডির দু'টি উদ্দেশ্য। এক, আপকে ভেঙে দেওয়া। দুই, আড়ালে তোলাবাজির চক্র চালানো।'

আবগারি দুর্নীতি মামলায় গত ২১ মার্চ কেজরিকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এর আগে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেজরিকে ন'বার সমন পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রতি বারই হাজিরা এড়িয়েছেন। গত ২১ মার্চ ছিল নবম বারের হাজিরার দিন। ইডি দপ্তরে না গিয়ে কেজরি সে দিন গিয়েছিলেন হাইকোর্টে। রক্ষাকবচের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা খারিজ হয়ে যায়। তার পর ওই দিন রাতেই দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরা। ঘণ্টা দুয়েক তল্লাশির পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কেজরিই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, যিনি পদে থাকাকালীন গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর গ্রেপ্তারির পর দিল্লির শাসকদল আপের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, গ্রেপ্তার হলেও কেজরি পদত্যাগ করছেন না। তিনি হেপাজতে থেকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব সামলাবেন। সেই মোতাবেক ইডি হেপাজত থেকেই দিল্লির মন্ত্রীদের বিভিন্ন নির্দেশ দিতে দেখা গিয়েছে কেজরিকে।

গ্রেপ্তারির পর কেজরি বলেছিলেন, 'আমি জেলে থাকি বা জেলের বাইরে, আমার হৃদয় সব সময়ই দেশের জন্য নিয়োজিত।' তবে আদালতে ইডি বার বার দাবি করেছিল, আবগারি মামলার মূলচক্রীদের মধ্যে অন্যতম কেজরি। তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণও মিলেছে। সোমবারও একই দাবি জানায় ইডি।

সস্ত্রীক ইমরান খানের ১৪ বছরের হাজতবাসের রায়ে স্থগিতাদেশ

ইসলামাবাদ, ১ এপ্রিল: সস্ত্রীক ইমরান খানের ১৪ বছরের হাজতবাসের রায়ে স্থগিতাদেশ ইসলামাবাদ হাইকোর্টের। ইদের ছুটির পর মামলার শুনানি হবে, তার পরই চূড়ান্ত রায় দেবে আদালত। তবে রায়ে স্থগিতাদেশ দিলেও জেল থেকে মুক্তি পাবেন না ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি। কারণ অন্যান্য একাধিক মামলায়ও সাজাপ্রাপ্ত এই দম্পতি। হাইকোর্টের এদিনের রায়ের পরই উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

উল্লেখ্য, তোষাখানা মামলায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীকে ১৪ বছর জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। বিপুল অঙ্কের জরিমানাও করা হয়েছিল তাঁদের। পাশাপাশি বলা হয়েছিল, আগামী ১০ বছর তাঁরা কোনও সরকারি পদে বসতে পারবেন না। এই রায়ের জন্যই দেশের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি ইমরান। যা দেখে তাঁর দল পিটিআই-এর একাংশের দাবি, প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে ভোটের লড়াই থেকে দূরে রাখতেই এই রায় দিয়েছিল আদালত। এদিন ইসলামাবাদ হাইকোর্টের রায়ে পর তাঁদের সেই দাবিতেই সিলমোহর পড়ল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

প্রসঙ্গত, পিটিআই প্রধান ইমরানের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা চলছে। যার মধ্যে তোষাখানা মামলা অন্যতম। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি পদের অপব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাওয়া উপহার সামগ্রী সরকারি ভাণ্ডার বা তোষাখানায় জমা না করে বিপুল অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন তিনি বলে অভিযোগ। পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী, বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা যে সমস্ত উপহার দেন, সেগুলি পাক তোষাখানায় জমা হয়।

আয়কর নিয়ে ভোট পর্যন্ত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নয়

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: লাগাতার আয়কর নোটিসের পর লোকসভা নির্বাচনের আগে সাময়িক স্বস্তিতে শতাব্দী প্রাচীন দল কংগ্রেস। শীর্ষ আদালতে আয়কর দপ্তরের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, সামনে লোকসভা নির্বাচন। ফলে আপাতত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আর কোনও পদক্ষেপ নেবে না তারা। তবে নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর তারা যে ফের সক্রিয় হয়ে উঠবে সে বার্তাও দেওয়া হয়েছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে ২৪ জুলাই, অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচন পর্ব মেটার পর।

নির্বাচনের প্রাক্কালে আয়কর ফাঁকির অভিযোগ তুলে দফায় দফায় নোটিস পাঠানো হয়েছে কংগ্রেসকে। যেখানে এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে মোট ৩,৫৬৭ কোটি টাকা জরিমানা দাবি করেছে আয়কর বিভাগ। এই ঘটনার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে হাত শিবির। তাদের দাবি, নির্বাচনের আগে আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দিতেই মোদি-শাহের নির্দেশে এমন ষড়যন্ত্র চলছে। গোটা ঘটনার প্রতিবাদে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছিল কংগ্রেসের তরফে। সোমবার এই মামলার শুনানিতেই কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতো বলেন, 'আয়কর দপ্তর কংগ্রেসকে ১৭০০ কোটি টাকার নোটিস পাঠিয়েছে। তবে লোকসভা নির্বাচন আসছে, ফলে নতুন করে জরিমানার টাকা আদায়ে আপাতত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। মামলার পরবর্তী শুনানি জুন মাসে রাখা হোক। ততদিন পর্যন্ত আমরা কোনও পদক্ষেপ নেব না।' পাশাপাশি সলিসিটর জেনারেল আদালতকে জানান, '২০২৪ সালে ২০ শতাংশ জরিমানা মেটানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৩৫ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। পরে ১৭০০ কোটি টাকা জরিমানা মেটাতে নোটিস পাঠানো হয়। তবে এই টাকা নির্বাচন শেষ হওয়ার পর কংগ্রেস পরিশোধ করতে পারে।'

ইজরায়েলি সেনার হাতে গ্রেপ্তার হামাস প্রধানের বোন

গাজা, ১ এপ্রিল: হামাসের নাম মুছে ফেলতে গত ছয় মাস ধরে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েল। গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে জেহাদিদের ডেরা। গাজায় অভিযান শুরুর পর থেকে একের পর হামাসের শীর্ষ নেতাকে খতম করেছে ইজরায়েলি ফৌজ। বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহের বাড়ি। এবার নাকি ধরা পড়েছেন হানিয়েহের বোন। বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার সন্দেহে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ইজরায়েলের পুলিশ।

সূত্রে খবর, সোমবার ইজরায়েলের তেল শেভার বেদুইন গ্রাম থেকে হানিয়েহের বোনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু ওই মহিলার নাম প্রকাশ্যে আনেনি ইজরায়েলি পুলিশ ও ইজরায়েল সিকিউরিটি এজেন্সি শিন বেট। কিন্তু একাধিক প্যালেস্তিনীয় সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, ধৃত মহিলার নাম জেবা আবদাল সালেম হানিয়েহ।

এই গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে শিন বেট জানিয়েছে, বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হামাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, ইজরায়েলের বুকে জঙ্গিদের হামলায় সাহায্য করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ধৃতের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় বিভিন্ন নথি, একাধিক টেলিফোন ও আরও অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সেখান থেকেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে তাঁর জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে। তিনি জাতীয় নিরাপত্তাও লঙ্ঘন করেছেন। জানা গিয়েছে, ওই মহিলাকে বির-শেভা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তোলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহকে বহু দেশ হামাসের প্রধান হিসাবে গণ্য করে। নয়ের দশকের শেষ থেকে উত্থান শুরু হয় হানিয়েহর। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমেদ ইয়াসিনের 'ডান হাত' বলে পরিচিত এই জঙ্গি। ২০০৬ সালে প্যালেস্টাইনের প্রধানমন্ত্রীও নির্বাচিত হয়। গত বছর নভেম্বরে তার বাড়িতে হামলা চালায় ইজরায়েলি ফৌজ। কাতারে বসবাসকারী হানিয়েহের তিন বোন রয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই ইজরায়েলের নাগরিক।

এদিকে শনিবার সন্ধ্যায় গাজার যুদ্ধ নিয়ে আলোচনায় বসেছিল ইজরায়েল ও হামাস। রবিবারও কায়রোয় ফের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির বিষয়ে পরিষ্কার কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। এখনও ইজরায়েলি ও বিদেশি মিলিয়ে গাজায় পণবন্দি অন্তত ১৩৪ জন। দ্রুত তাঁদের মুক্তির দাবি নিয়ে রবিবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামেন হাজার হাজার প্রতিবাদী। যাঁদের একটা বড় অংশই পণবন্দিদের আত্মীয়। তেল আভিভে রিং রোড অবরোধ করেন তাঁরা। জেরুজালেমেও শয়ে শয়ে প্রতিবাদী রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ দেখান। নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনেও জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন আন্দোলনকারীরা। সকলেরই অভিযোগ, পণবন্দিদের দ্রুত মুক্ত না করতে পারাটা নেতানিয়াহুর ব্যর্থতা। এক প্রতিবাদীর মন্তব্য, নেতানিয়াহু যুদ্ধবিরতির চুক্তি হতে দিচ্ছেন না। গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় সামরিক অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। বাড়ছে মৃত্যু। চরম দুর্দশায় দিন কাটছে গাজার সাধারণের মানুষের।

বিশ্ব বাজারে ২১ হাজার কোটি টাকার সমর অস্ত্র রপ্তানি করল ভারত

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: দীর্ঘ বছর ধরে যে বাজারে একচেটিয়া ভাবে রাজত্ব করে আসছিল পশ্চিমী দেশগুলি। সেখানেই এবার নিজের অস্তিত্ব জানান দিল ভারত। প্রথমবার বিশ্ব বাজারে ২১ হাজার কোটি টাকার বেশি অস্ত্র রপ্তানি করে নজির গড়ল দেশ। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই তথ্য প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে এই সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসাও করলেন তিনি।

এক্স হ্যান্ডেলে দেশের সাফল্যের এই তথ্য প্রকাশ্যে এনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং লেখেন, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দেশবাসীকে জানাতে চাই দেশের যুদ্ধাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানিতে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছি আমরা। চলতি অর্থবর্ষে ২১ হাজার কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সামগ্রী রপ্তানি করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা প্রথমবার।' প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও জানান, '২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের তুলনায় এবার ৩২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিরক্ষা সামগ্রীর রপ্তানি। টাকার অংকে যা ২১ হাজার ৮৩ কোটি।'

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এই সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান রাজনাথ সিং। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শীতা ও তাঁর নেতৃত্বের জন্যই এই সাফল্যের সামনে দেশ। পাশাপাশি এই শিখর ছোঁয়ার পিছনে যাঁদের অপার সহযোগিতা তাঁদের প্রত্যেককে অভিনন্দন।'

অস্ত্র আমদানিকারী দেশের তালিকায় ভারতের স্থান থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে আত্মনির্ভর ভারতের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এক্ষেত্রে আমদানি প্রক্রিয়া জারি থাকলেও অস্ত্র রপ্তানিতে কোমর কষতে শুরু করে দেশ। গত কয়েক বছরে এক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য নজরে আসে। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে ফিলিপিন্সের সঙ্গে ব্রহ্মোস সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইলের চুক্তি হয় ভারতের। যেখানে টাকার অঙ্ক ছিল ৩৭ কোটি ডলার। সামরিক ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলির অংশগ্রহণে দেশের প্রতিরক্ষা রপ্তানিও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে। বর্তমানে ৮৫ টিরও বেশি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিকভাবে চলছে প্রতিরক্ষা সামগ্রীর রপ্তানি। দেশের শতাধিক সংস্থা প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনের কাজে হাত লাগিয়েছে। উৎপাদনের তালিকায় রয়েছে ফাইটার প্লেন, মিসাইল, রকেট লঞ্চার ইত্যাদি।

ক্রিপটোকারেন্সি দুর্নীতি মামলায় বাজেয়াপ্ত ৪৩৩ কোটির সম্পদ

আমদাবাদ, ১ এপ্রিল: গুজরাতের ক্রিপটোকারেন্সি দুর্নীতির মামলায় ৪৩৩ কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। ব্যবসায়ী দিব্যেশ দর্জি সংক্রান্ত মামলায় ওই সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা সম্পদের মধ্যে রয়েছে সোনা, নগদ টাকা এবং ক্রিপটোকারেন্সি বা ডিজিটাল মুদ্রা। আমেরিকান ডলার এবং ভারতীয় মুদ্রায় নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। অর্থ তছরূপ প্রতিরোধ আইনে (পিএমএলএ) পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

ক্রিপটোকারেন্সি দুর্নীতি মামলায় ২০১৮ সালে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে দিব্যেশকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ব্রিটেনের ক্রিপটো সংস্থা বিটকানেক্টের এশিয়ার প্রধান ছিলেন। ২০১৬ সালে ভারতে নোটবন্দির পরপর ওই সংস্থা চালু হয়েছিল। দিব্যেশের বিরুদ্ধে লোক ঠকিয়ে ডিজিটাল মুদ্রায় কোটি কোটি টাকা আদায়ের অভিযোগ ছিল। বিটকয়েনের মাধ্যমে ১,২০০ কোটি ডলার প্রতারণার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। মূলত সুরতের সিআইডি ক্রাইম থানার আধিকারিকদের দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে এই মামলার তদন্ত করে ইডি। দিব্যেশ ছাড়াও এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে সতীশ কুম্ভানী, শৈলেশ ভট্টদের বিরুদ্ধে। এর আগে ৩০ কোটি ডলারের ক্রিপটোকারেন্সি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অমিত ভরদ্বাজকেও।

কুম্ভানীর বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে বিটকয়েনের ব্যবসার একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, তিনি সাধারণ মানুষকে বিটকয়েনের বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পের লোভ দেখাতেন এবং বিনিয়োগে রাজি করাতেন। তাঁর পাতা ফাঁদে অনেকেই পা দিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই প্রতারণার শিকার হয়েছেন। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, দিব্যেশদের মামলাতেই ইডি ৪৩৩ কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে। তদন্তের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা জানতে পেরেছেন, ওই পরিমাণ সম্পত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের কোনও সঙ্গতি নেই। তাই পিএমএলএ আইনে পদক্ষেপ করেছে ইডি।

এক সপ্তাহের ব্যবধানে ফের আরকানস নদীর সেতুতে ধাক্কা বার্জের

ওকলাহোমা, ১ এপ্রিল: বাল্টিমোরে জাহাজের ধাক্কায় সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি। এবারে আরকানস নদীর সেতুতে গিয়ে ধাক্কা মারল একটি বার্জ। তড়িঘড়ি ওকলাহোমা স্টেট পুলিশ দক্ষিণ সালিসো-র রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। গত মঙ্গলবার বল্টিমোরের ফ্রান্সিস স্কট সেতুতে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়ে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছিল। এবারে তাই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেনি পুলিশ।

আরকানস নদীর উপর সেতুটি অবশ্য দুর্ঘটনার পরেও অক্ষত রয়েছে। কিন্তু প্রশাসন জানিয়েছে, ভালো ভাবে সেতু-পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত সেটিতে যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে। ট্রাফিক অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটিতে কোনও হতাহতের খবরও নেই। কী ভাবে এই বিপত্তি ঘটল, তা এখনও জানা যায়নি।

বাল্টিমোরের ওই পণ্যবাহী জাহাজ 'এমভি দালি'র ক্ষেত্রে জানা গিয়েছিল, বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। জাহাজের কর্মীরা দ্রুত প্রশাসনকে সতর্ক করেছিল। তাঁদের তৎপরতাতেই সে যাত্রা বড় বিপদ এড়ানো যায়। সেতুটির একাংশ কার্যত পাটকাঠির মতো ভেঙে পড়েছিল। প্রশাসন যান চলাচল আগেভাগে বন্ধ করে দেওয়ায় বহু প্রাণহানি এড়ানো যায়। এই ঘটনার পরে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জাহাজের সকল কর্মীকে ধন্যবাদ জানান।

এমভি দালি-র নাবিকদের মধ্যে ২০ জন ভারতীয়। তাঁরা এখনও ওই জাহাজেই রয়েছেন। সেতুটির ধ্বংসস্তূপ না সরানো হলে জাহাজটি ওই স্থান থেকে যেতে পারবে না। ভারতীয় নাবিকেরা জাহাজে থেকে সেটির দেখাশোনা করছেন। ২০ জন ভারতীয়ের মধ্যে এক জন গুরুতর জখম হয়েছিলেন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, জখম নাবিককে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেলাই পড়েছে তাঁর। কিছুটা সুস্থ বোধ করার পরে জাহাজে ফিরে এসেছেন তিনি।

মেরিল্যান্ডের গভর্নর জানিয়েছেন, সেতুর ধ্বংসস্তূপ সরাতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। জাহাজটি তত দিন আটকে থাকবে। আমেরিকার ওই ব্যস্ত জলপথও বন্ধ থাকবে।

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 291, KOLKATA, TUESDAY 2 APRIL 2024, PAGE 8

কলকাতা ২ এপ্রিল ২০২৪

আইপিএলে হারের হ্যাটট্রিক হার্দিকের মুম্বইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে কোনও কিছুই যেন ঠিকঠাক হচ্ছে না মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। টানা তিন ম্যাচ হেরে প্রতিযোগিতার শুরুতেই চাপে হার্দিক পাণ্ড্যর দল। সোমবার ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ছিল মুম্বই। ওয়াংখেড়ের ২২ গজে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে ৬ উইকেটে হেরে গেল মুম্বই। হার্দিকদের ৯ উইকেটে ১২৫ রানের জবাবে ১৫.৩ ওভারে রাজস্থান করল ৪ উইকেটে ১২৭ রান।

ঘরের মাঠে ব্যাটিং বিপর্যয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত লড়াই করতে পারলেন না হার্দিকের দলের ব্যাটারেরা। ট্রেন্ট বোল্ট, যুজবেন্দ্র চহালদের বল সামলাতে হিমশিম অবস্থা হল মুম্বইয়ের ব্যাটারদের। টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন রাজস্থান অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। ঘরের চেনা ২২ গজে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারল না মুম্বই। ইনিংসের শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারালেন হার্দিকেরা। ওপেন করতে নেমে ঈশান কিশন ১৪ বলে ১৬ রান করলেও, মুম্বইয়ের তিন ব্যাটার পর পর ফিরলেন শূন্য রানে। ঈশান মারলেন ২টি চার এবং ১টি ছক্কা। অপর ওপেনার রোহিত শর্মা, তিন নম্বরে নামা নমন ধীর এবং চার নম্বরে নামা ডেওয়াল্ড ব্রেভিস কোনও রান করতে পারলেন না। কিউয়ি জোরে বোলার বোল্ট হ্যাটট্রিকের সুযোগ হাতছাড়া করলেন।

২০ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর মুম্বইয়ের ইনিংসের হাল ধরেন তিলক বর্মা এবং হার্দিক। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে তাঁরা তুললেন ৫৬ রান। তিলকের ব্যাট থেকে এল ২৯ বলে ৩২ রানের ইনিংস। মারলেন দু'টি ছক্কা। মুম্বই অধিনায়ক করলেন ২১ বলে ৩৪। হার্দিকের ব্যাট থেকে এল ৬টি চার। রান পেলেন না পীযূষ চাওলাও (৩), জেরাল্ড কোয়েৎজরোও (৪)। শেষ দিকে কিছুটা লড়াই করলেন টিম ডেভিড। তাঁর ব্যাট থেকে এল । ২৪ বলে ১টি চারের সাহায্যে ১৭ রান করলেন তিনি। যশপ্রীত বুমরা

অপরাজিত থাকলেন ৮ রান করে । আকাশ মাধওয়াল অপরাজিত থাকলেন ৪ রানে।

রাজস্থানের সফলতম বোলার যুজবেন্দ্র চহাল। তিনি মাত্র ১১ রান খরচ করে তুলে নিলেন ৩ উইকেট। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া স্পিনার নিজেকে আরও এক বার প্রমাণ করলেন। বোল্ট ২২ রানে ৩ উইকেট নিলেন। নানদ্রে বার্জার ৩২ রান দিয়ে ২ উইকেট নিলেন। ৩০ রানে ১ উইকেট আবেশ খানের। উইকেট পেলেন না শুধু রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

ইনিংসের শুরুটা অবশ্য ভাল হয়নি রাজস্থানেরও। দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল এবং জস বাটলার দ্রুত আউট হয়ে যান। যশস্বী করেন ৬ বলে ১০ রান। বাটলারের ব্যাট থেকে এসেছে ১৬ বলে ১৩ রান। তিন নম্বরে নামা সঞ্জুও ১০ বলে ১২ রান করে আউট হয়ে যান। ১২৬ রান তাড়া করে নেমে ৪৮ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায় রাজস্থান। তবু ম্যাচ জিততে অসুবিধা হল না তাদের। চার নম্বরে নেমে দলের ইনিংসের হাল ধরেন রিয়ান পরাগ। তাঁকে সঙ্গ দেন অশ্বিন। অভিজ্ঞ অফ স্পিনারের ব্যাট থেকে এল ১৬ বলে ১৬ রান। মারলেন ১টি চার। রিয়ানের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ২২ গজে ছিলেন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নামা শুভম দুবে। রিয়ানের ব্যাট থেকে এল ৩৯ বলে ৫৪ রানের আগ্রাসী অপরাজিত ইনিংস। ৫টি চার এবং ৩টি ছয় এল তাঁর ব্যাট থেকে। শুভম অপরাজিত থাকলেন ৬ বলে ৮ রান করে।

মুম্বইয়ের সফলতম বোলার মাধওয়াল ২০ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিলেন। ২৩ রানে ১ উইকেট দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ কোয়েনা মাফাকার। ২৬ রান খরচ করলেও উইকেট পেলেন না বুমরা। মুম্বইয়ের বাকি বোলারেরা তেমন কিছু করতে পারলেন না।

রবিবারের যে ইনিংস দিয়ে আরেকবার ফিরলেন পন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচের আগে বিশাখাপট্টনমের গ্যালারিতে দেখা গেল ব্যানারটা। ঋষভ পন্তের ছবির পাশে লেখা, 'ইউ উইল নেভার ওয়াক অ্যালোন'; লিভারপুলের বিখ্যাত ওই মন্ত্র। কারও যদি সমর্থন প্রাপ্য হয়, সেটি তো পন্তই।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে ভয়ংকর সেই দুর্ঘটনার পর ক্রিকেটে কেন, আগের মতো জীবনে ফিরতে পারবেন কি না, তা নিয়েই সংশয় ছিল। সে সব পেরিয়ে পন্ত ফিরলেন এবারের আইপিএল দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে। প্রথম ম্যাচে ১৩ বলে ১৮ রানের পর ২৬ বলে ২৮ রান। ঠিক আগের সে পন্তকে খুঁজে পাওয়া যায়নি তাতে।

চেন্নাইয়ের বিপক্ষে ম্যাচটিতে একসময় পন্তের স্কোর ছিল ২৩ বলে ২৩ রান। পন্ত লাফ দিলেন সেখান থেকে। পরের ৮ বলে করলেন ২৮ রান। পেলেন ফিফটির দেখা। যে ম্যাচটি পরে দিল্লি জিতেছে ২০ রানে।

এমন ম্যাচের পর পন্ত বলেছেন, ক্রিকেটে তাঁকে ফিরতেই হতো। ক্রিকেটে ফেরা নিয়েও নাকি সংশয় ছিল না তাঁর, 'আমার মনে হয়, আত্মবিশ্বাসটা সব সময়ই ছিল; যা-ই ঘটুক না কেন জীবনে, আমাকে মাঠে ফিরতে হবে। এভাবেই ভেবেছি, এর বাইরে অন্য কিছু ভাবিনি।'

কত দিন বাইরে ছিলেন, এমন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আরও বলেছেন, 'আমি মাঠে প্রতিটি দিন উপভোগ করি। কারণ, আমার জীবন এর ওপর সঁপে দিয়েছি।'

পন্ত উঠে এসেছিলেন ৩ নম্বরে। ১৫তম ওভারে মাতিশা পাতিরানার ৩ বলের মধ্যে মিচেল মার্শ ও ট্রিস্টান স্টাবস বোল্ড হওয়ার পর দায়িত্বটা বেড়ে যায় দিল্লি অধিনায়কের। সেটি তিনি পালন করেন দারুণভাবেই। ম্যাচের পর পন্ত বলেছেন, 'দেখুন, ক্রিকেটার হিসেবে ফিরে এলাম বা এমন কিছু ভাবছি না। তবে প্রতিদিন শতভাগ দিতে হবে আমার। ফলে আমি যা করেছি, প্রাথমিকভাবে সময় নিয়েছি। কারণ, গত দেড়-দুই বছরে তেমন খেলিনি। নিজেকে তাই একটু সময় দিতে হতো।' নিজের ওপর বিশ্বাসও ছিল তাঁর, 'একই সময়ে আমি বিশ্বাস রেখেছি, ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারব।'

সেটি তিনি পেরেছেনও। ম্যাচের পর দিল্লির ডিরেক্টর অব ক্রিকেট সৌরভ গাঙ্গুলি টুইট করেছেন, 'দারুণ খেলেছো, ঋষভ পন্ত। এ ইনিংসটি আজীবন মনে রাখবে তুমি। অনেক দারুণ ইনিংস খেলেছো এবং এর চেয়ে ভালো আরও খেলবে। তবে এর গল্পটি তোমার সঙ্গে থেকে যাবে আজীবন।'

এ ইনিংস দিয়েই যে আরেকবার ক্রিকেটে ফিরলেন পন্ত!

জামাই আফ্রিদিকে সরিয়ে বাবরকে অধিনায়ক করায় বিস্মিত শ্বশুর আফ্রিদি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের ক্রিকেটের অন্তহীন নাটকের নতুন পর্ব শুরু হয়েছে। এবারের পর্বের শিরোনাম;বাবর আজমই আবার পাকিস্তানের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক। বলা যায়, ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর 'খলনায়ক' বনে যাওয়া বাবর আবার ফিরেছেন 'নায়ক' চরিত্রে!

পুরোনো নায়ক নাটকের মূল 'চরিত্র' ফিরে পাওয়ায় জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে 'নতুন নায়ক' শাহিন আফ্রিদিকে। তা পুরোনো নায়কের ফিরে আসা আর নতুন নায়কের চলে যাওয়া;সব মিলিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেটের 'তামাশা'র মেগা সিরিয়ালের নতুন পর্ব কেমন লাগছে; এসব নিয়ে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা 'রিভিউ' দিতে শুরু করেছেন।

রিভিউ সবার আগে হয়তো দিলেন শহীদ আফ্রিদিই। বাবরের ফেরার বলি তো হতে হয়েছে তো তাঁরই জামাইকে। জামাইয়ের অধিনায়কের পদ থেকে ফিরে যেতে হওয়ায় কি তিনি একটু ক্ষুব্ধ? ক্ষোভ কিছু থাকলেও তা মনের মধ্যেই রেখেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক। প্রকাশ করেছেন শুধু বিস্ময়টাই।

শহীদ আফ্রিদির সেই বিস্ময় অবশ্য জামাই শাহিন শাহ আফ্রিদিকে অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য নয়, বাবর আজমকে আবার অধিনায়কের পদে

বসানোয়। বাবরকে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব দেওয়ার পর সেই বিস্ময় তিনি প্রকাশ করেছেন এক্সে।

শহীদ আফ্রিদি এক্সে লিখেছেন, 'নির্বাচক কমিটিতে থাকা খুব অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের নেওয়া সিদ্ধান্ত দেখে আমি খুব বিস্মিত হয়েছি।' টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে এমন একটি পরিবর্তন দরকার ছিল কি না, এই প্রশ্নও তুলেছেন সাবেক এ অধিনায়ক।

যদি অধিনায়ক পরিবর্তনটাকে কমিটির কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়েই থাকে, তাহলে সেই নেতৃত্ব বাবরকে না দিয়ে কোন খেলোয়াড়কে দেওয়া উচিত ছিল, সেটাও লিখেছেন শহীদ আফ্রিদি, 'আমি এখনো মনে করি পরিবর্তন যদি দরকারই ছিল, তাহলে সেরা বিকল্প ছিল রিজওয়ান।'

তবে কমিটি যেটাই করে থাকুক, শহীদ আফ্রিদি পাকিস্তান ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থটাই দেখবেন বলে জানিয়েছেন, 'সিদ্ধান্ত যখন নেওয়াই হয়ে গেছে, আমি পাকিস্তান দল এবং বাবর আজমকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাব।'

স্ট্রোক করে ১১ দিন ধরে হাসপাতালে গ্রায়েম পোলক

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রায়েম পোলক, সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। দক্ষিণ আফ্রিকার এই কিংবদন্তি এখন হাসপাতালে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ৮০তম জন্মদিন পালন করা গ্রায়েম স্ট্রোক করে ১১ দিন আগে ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। তাঁর এক সময়ের ট্র্যান্সভাল সতীর্থ স্পুক হ্যানলি জানিয়েছেন এই খবর। হ্যানলি জানিয়েছেন, গত শুক্রবার তিনি হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন।

হ্যানলি জানিয়েছেন, গ্রায়েমের স্ট্রোক,পরবর্তী জটিলতা তেমন বেশি নেই। তিনি হাত-পা নাড়াচাড়া করতে পারছেন, মানুষের কথাবার্তাও বুঝতে পারছেন। তবে হ্যানলি এটাও বলেছেন, শিগগিরই গ্রায়েমের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। স্ট্রোক হওয়ার আগে থেকেই খুব একটা ভালো ছিলেন না গ্রায়েম। কোলন ক্যানসার হয়েছে তাঁর, আছে পারকিনসনস রোগও।

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে পোলক পরিবারের বিশাল অবদান। গ্রায়েম ও তাঁর ভাই পিটার পোলক একসঙ্গে খেলেছেন নির্বাসন,পূর্ববর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার দলে। পিটার পোলকের ছেলে শন পোলক তো ইতিহাসের অন্যতম সেরা পেস-বোলিং অলরাউন্ডার। গ্রায়েমের বাবা ও ছেলেও খেলেছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট, দুজনেরই নামের প্রথম অংশ অ্যান্ড্রু।

অনেকের চোখেই ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা বাঁহাতি ব্যাটসম্যান গ্রায়েম পোলক। ডন ব্র্যাডম্যান বাঁহাতি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে শুধু গ্যারি সোবার্সকেই গ্রায়েমের সমকক্ষ মনে করতেন। সেই গ্রায়েম দক্ষিণ আফ্রিকা নির্বাসনে যাওয়ার আগে খেলেছেন ২৩টি টেস্ট। এই ২৩ টেস্টে ৬০.৯৭ গড়ে ২২৫৬ রান করেছেন, ৭ সেঞ্চুরি। তাঁর সর্বোচ্চ টেস্ট ইনিংস ২৭৪। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এটিই ছিল টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ। টেস্টে যারা কমপক্ষে ৪০ ইনিংস ব্যাট করেছেন তাঁদের মধ্যে ব্যাটিং গড়ে গ্রায়েমের ওপরে আছেন শুধু ব্র্যাডম্যান।

হলান্ড দ্বিতীয় স্তরের লিগের ফুটবলার, বললেন রয় কিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বড় ম্যাচে আবারও নিষ্প্রভ আর্লিং হলান্ড। আর্সেনালের বিপক্ষে গতকাল রাতে শিরোপা লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ চোখ ছিল হলান্ডের ওপর। কিন্তু নিজের ছায়াতেই পুরোটা সময় কাটিয়ে দিয়েছেন এই ম্যানচেস্টার সিটি স্ট্রাইকার। গোল কিংবা গোলে সহায়তা দূরে থাক, গোলের কোনো সুযোগই তৈরি করতে পারেননি এই নরওয়েজিয়ান। ৯০ মিনিট মাঠে থেকে সব মিলিয়ে শটই নিয়েছেন ৪টি।

প্রিমিয়ার লিগে চলতি মৌসুমে শীর্ষ চারে থাকা তিন দলের বিপক্ষে ৫ ম্যাচ খেলে হলান্ড গোল করেছেন মাত্র একটি। এমন পারফরম্যান্সের পর এখন বেশ সমালোচনার মুখে আছেন হলান্ড। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি রয় কিন তো তাঁকে দ্বিতীয় স্তরের লিগের মানের খেলোয়াড় বলে মন্তব্য করেছেন। সাবেক এই আইরিশ মিডফিল্ডারের মতে, সব মিলিয়ে হলান্ডের খেলা খুবই নিম্নমানের।

আর্সেনালের বিপক্ষে হলান্ডের হতাশাজনক পারফরম্যান্স দেখে স্কাই স্পোর্টসকে কিন বলেছেন, 'তার মাঠের খেলা খুবই নিম্নমানের। এটা

শুধু আজকের কথা নয়, আমি সাধারণভাবেই এমনটা মনে করি।'

চলতি মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৮ গোল করেছেন হলান্ড। এর আগে গত মৌসুমে লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার পথে ভেঙেছেন একাধিক রেকর্ড। কিনের অবশ্য হলান্ডের গোল করার সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন নেই, 'গোলমুখে সে বিশ্বসেরা। কিন্তু একজন খেলোয়াড় হিসেবে তার সাধারণ খেলা খুবই নিম্নমানের।'

শুধু গোল করার চিন্তা বাদ দিয়ে হলান্ডকে মাঠের খেলায় উন্নতি করতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন কিন, 'তাকে এটার (খেলার) উন্নতি করতে হবে। সে অনেকটা দ্বিতীয় স্তরে খেলা খেলোয়াড়ের মতো। তাকে আমি এভাবেই দেখি। মাঠের সাধারণ খেলায় তাকে উন্নতি করতে হবে এবং এটা কয়েক বছরের মধ্যে হবে। সে অসাধারণ একজন স্ট্রাইকার। কিন্তু তাকে তার সামগ্রিক খেলায় আরও উন্নতি করতে হবে।'

সেই বিশাখাপট্টনম, এই ধোনি, মাঝে ১৯ বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'ইন দ্য গ্রাউন্ড অব মেমরিস'। বাংলা করলে দাঁড়ায়; স্মৃতিমেদুর সেই মাঠে।

বিশাখাপট্টনমের গ্রাউন্ডসম্যানদের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির তোলা একটা ছবি পোস্ট করে ওপরের ক্যাপশন দিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। দল হারলেও ধোনির মুখে হাসিটা স্পষ্ট। এ মৌসুমে আবার চুল লম্বা রেখেছেন।

২০০৫ সালে বিশাখাপট্টনমের ওই দিনেও ধোনির চুল লম্বাই ছিল। পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান খেলেছিলেন ১৪৮ রানের ইনিংস। ভারতের কোনো উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ রানের ইনিংসের রেকর্ড ছিল সেটি (যেটি সে বছর ধোনি নিজেই ভাঙেন জয়পুরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অপরাজিত ১৮৩ রান করে)। ধোনি দিয়েছিলেন তাঁর আগমনী বার্তা।

মাঝে ১৯ বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু স্মৃতিমেদুর ওই মাঠে যেন বদলায়নি কিছুই। দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে গতকাল চেন্নাই হেরেছে ঠিকই। কিন্তু হারার আগে ধোনি দেখিয়েছেন ঝলক। যে ঝলক এক ধাক্কায় আপনাকে নিয়ে যাবে স্মৃতির রাজ্যে, হয়তো ১৯ বছর পেছনের কোনো দিনে। মৌসুমের শুরুতে এবার ফিরোজ শাহ

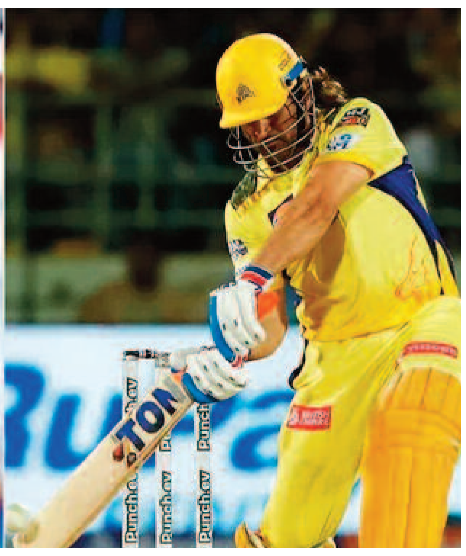

কোটলার বদলে বিশাখাপট্টনমের এ মাঠে ঘরের ম্যাচগুলো খেলছে দিল্লি ক্যাপিটালস। দিল্লির ঘরের মাঠ, সমর্থনটা তাদের পক্ষেই হওয়ার কথা ছিল বেশি।

কিন্তু ধোনি নামার পর যেন বদলে গেল সব। বিশাখাপট্টনমে রাতের সবচেয়ে জোরাল উল্লাসটা এল তখন। শিগগিরই সেটিকেও ছাড়িয়ে গেল পরেরগুলো।

এ মৌসুমে ধোনি গতকালই প্রথম ব্যাটিংয়ে নামলেন। শিবাম দুবে আউট হওয়ার সময় চেন্নাইয়ের সমীকরণ ছিল বেশ কঠিন;২৩ বলে ৭১ রান। সে সমীকরণ ধোনি মেলাতে পারেননি। তবে বিশাখাপট্টনমকে বিনোদন দিয়েছেন ঠিকই।

মুকেশ কুমারের প্রথম বলে স্কয়ার লেগ দিয়ে চার। এর আগে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ধোনি সর্বশেষ ব্যাটিং করেছিলেন ২০২৩ সালের মে মাসে;৩০৭ দিন আগে। কিন্তু নামটা যখন ধোনি, তখন সময় যেন মিলিয়ে যায়।

মুকেশের শেষ বলে মারলেন আরেকটি চার। এরপর দিনের সেরা বোলার খলিল আহমেদকে ছক্কা এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে। শেষ ওভারে আনরিখ নর্কিয়া, চেন্নাইয়ের দরকার ৪১ রান। ধোনিও হয়তো জানেন, সেটি সম্ভব নয় আর।

কিন্তু বাইরে থেকে কেউ বিশাখাপট্টনম দর্শকদের উল্লাসের আওয়াজে ভুল বুঝতেই পারেন। মনে হবে চলছে টানটান উত্তেজনার কোনো ম্যাচ। নর্কিয়াকে কাভার দিয়ে চার মেরে শুরু করলেন। এরপর লো ফুলটসে ওয়াইড লং দিয়ে ছক্কা মারলেন এক হাত দিয়েই! দেখে কে বলবে, আগামী জুলাইয়ে ধোনি পূর্ণ করতে চলেছেন ৪৩! শেষও করলেন ছক্কা মেরে। তাতে ২০ রানের হার আটকায়নি চেন্নাইয়ের। দুই ম্যাচ জেতার পর চেন্নাইয়ের এটি প্রথম হার, দুই ম্যাচ হারের পর ঋষভ পন্তের দিল্লির প্রথম জয়। তবে কে হারল, কে জিতল;ধোনি সমর্থকদের কাছে তখন সেটি যেন অর্থহীন। ভারতে টুইটারে (এক্সে) তখন ট্রেন্ডিং-ধোনি, থালা, মাহি, দ্য লিজেন্ড, দ্য ম্যান। ধোনি যে ফিরেছেন!

ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বসিত চেন্নাই কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং ধোনির ব্যাটিং নিয়ে বলেছেন, 'সুন্দর, তাই না? এমনকি মিড উইকেটের ওপর দিয়ে মারা এক হাতেরটিও (ছক্কা)। প্রাক্ -মৌসুমে সে দুর্দান্ত খেলছিল।'

ধোনির ব্যাটিংয়ে চেন্নাই উজ্জীবিত হয়েছে বলেও মনে করেন ফ্লেমিং, 'গুরুতর একটা অস্ত্রোপচার করিয়ে এসেছে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ভালো ছিল, ব্যাটিংও দারুণ ছিল। কঠিন একটা দিনের শেষে তার ওই পারফরম্যান্স ইতিবাচক একটা ব্যাপার এনেছে। সে যে ব্যবধান ২০ রানে নামিয়ে এনেছে, রান রেটের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনীয় ক্রিকেট খেলেছে।'

আইপিএলে এসে গেছেন 'মাথায় মারা পেসার'

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'আমি কখনোই বিশ্বের সবচেয়ে গতিসম্পন্ন বোলার হতে চাইনি। এই স্বপ্ন দেখিনি কখনো। সেটা হতে চাই,ও না। আমি বিশ্বের সেরা বোলার হতে চাই';টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মায়াঙ্ক যাদব এটুকু বলে একটি পার্থক্যও বোঝালেন। গতি,ই যে সব নয়, সেরা হতে হলে আরও কিছু দক্ষতাও লাগে, 'যত কম সম্ভব রান দিয়ে ধারাবাহিক হতে চাই। গতি আমার বিশেষ সংযুক্তি। কিন্তু আরও কিছু বিষয় আছে, যেমন লাইন,লেংথ, বলটা কোথায় ফেলতে হবে; পেস এসবের পেছনে শক্তি বড় জোর।'

মায়াঙ্ক;নামটা সম্ভবত অপরিচিত নয়। আইপিএলে গত শনিবার পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে তাঁর অভিষেক। বল করেছেন ঘণ্টায় ১৫৫ কিলোমিটারের ওপরে। ২৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরাও ২১ বছর বয়সী এই ফাস্ট বোলার। তবে চোখে লেগে আছে মায়াঙ্কের গতিটা। লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের হয়ে অভিষেকে তাঁর প্রথম ওভারে প্রথম তিনটি ডেলিভারিই ছিল ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার গতির বেশি, তৃতীয়টি ১৫০!

নিজের পরের ওভারে গতিটা আরও বেড়েছে। প্রথম বলেই ঘণ্টায় তুলেছেন ১৫৫.৮ কিলোমিটার;এবারের আইপিএলে যা সর্বোচ্চ। তখন প্রভু যাদবের হৃদয়টা নিশ্চয়ই গর্বে ভরে গেছে! মনে মনে তিনি কি ফিরে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে যখন মায়াঙ্কের বয়স ১৪ বছর, আর প্রভু ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার কার্টল অ্যামব্রোসের পাঁড় সমর্থক। তখন ১৪ বছর বয়সী সন্তানের ভেতর একটি 'বীজ' রোপণ করেছিলেন প্রভু।

মায়াঙ্ক দিল্লিতে এক কারখানায় কাজ করতেন। পুলিশের গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন বানানোর কারখানায় কাজ করতেন প্রভু। দিনের কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ভেঙ্কাটেশ্বরা কলেজে অনুশীলন করছিল সনেট ক্রিকেট ক্লাব। সেখানে বোলিং করছিলেন মায়াঙ্ক। ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে একটি পরামর্শ

দিয়েছিলেন প্রভু;যেটাকে পাঞ্জাবের বিপক্ষে মায়াঙ্কের গতিময় বোলিংয়ের বীজ বলতে পারেন। অ্যামব্রোসের গল্প বলেছিলেন প্রভু। ছেলের আইপিএলে অভিষেকের পর প্রভু দাহকালের সেই গল্পই বলেছেন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে, 'তাকে অ্যামব্রোসের একটি গল্প বলেছিলাম...তুই জানিস, সবাই ওকে (অ্যামব্রোস) কেন ভয় পেত? কারণ, ও তাদের (ব্যাটসম্যান) মাথায় মারত। তুই,ও যদি ব্যাটসম্যানদের মনে ভয় ঢোকাতে চাস, তাহলে তোকেও একই কাজ করতে হবে।'

'সার পে মারনেওয়ালা বোলার!'

কথাটা হিন্দিতে। প্রভুর পরামর্শ পাওয়ার পর মায়াঙ্ক ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন দিল্লি ক্রিকেটের ভয়ংকরতম ফাস্ট বোলার। তাঁকে নিয়ে দিল্লির ক্রিকেটে ওই কথাটা প্রচলিত হয়ে ওঠে;সার পে মারনেওয়ালা বোলার; বাংলায়;যে বোলার মাথায় মারে!

পাঞ্জাবের বিপক্ষে শনিবার মায়াঙ্ক যখন একই কাজ করছিলেন, উত্তেজনা ধরে রাখতে পারেননি ব্রেট লি। অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি 'এক্স',এ পোস্ট করেন, 'ভারত নিজেদের সবচেয়ে গতিময় বোলারকে পেয়ে গেছে। নিখাদ গতি। অসাধারণ।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**